ইস্তিগ্‌ফার

শাইখ মোস্তাফিজুর রহ্‌মান বিন্‌ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ح المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم

الإستغفار./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.

١١٦ ص؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٢ – ٢٣ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

١- الادعية والاذكار ٢- الاستغفار أ. العنوان

ديوي ٢١٢،٩٣ ٤٦٣/ ١٤٣٤

رقم الإيداع: ٤٦٣/ ١٤٣٤

ردمك: ٢ – ٢٣ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً

بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الثانية

١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ قف إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (নূ'হ্ : ১০)

اَلإِسْتِغْفَارُ

فَضْلُهُ وَأَقْسَامُهُ وَأَحْكَامُهُ وَآثَارُهُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ইস্তিগ্ফার

(ফযীলত, প্রকারভেদ, বিধান ও ফলাফল)

সংকলন:

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা:

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

مركز دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

ইস্তিগ্ফার

সংকলন :

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইলঃ ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

সূচীপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	৭
অবতরণিকা	৯
ইস্তিগ্‌ফারের সংজ্ঞা	১৫
ইস্তিগ্‌ফারের বিধান	২১
ইস্তিগ্‌ফারের প্রয়োজনীয়তা	২৩
ইস্তিগ্‌ফারের ফযীলত	২৯
একজন মুসলমানের কী ধরনের ইস্তিগ্‌ফার করা দরকার	৪১
কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইস্তিগ্‌ফার করতে হয়	৪৪
ইস্তিগ্‌ফারের শব্দসমূহ	৫২
ইস্তিগ্‌ফারের ধরনসমূহ	৫৬
ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগ্‌ফার	৫৭
অন্যের জন্য ইস্তিগ্‌ফার	৬৮
কিছু বিশেষ সময় ও জায়গায় ইস্তিগ্‌ফার	৭৫
ইস্তিগ্‌ফারের ফলাফল	৯১
যে যে কারণে ছোট গুনাহ্ বড় গুনাহ্’র রূপ ধারণ করে	১১০
লেখকের অন্যান্য বই	১১৬

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্’র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মানুষ মাত্রই সে কোন না কোনভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোষী-অপরাধী। তবে উক্ত দৃষ্টিকোণে হয়তো বা কেউ গুরু অপরাধী আবার কেউ বা লঘু। কারণ, অপরাধ বলতেই তো তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক ধরনেরই হতে পারে। বড়ো কুফর, ছোট কুফর, বড়ো শির্ক, ছোট শির্ক, বড়ো মুনাফিকী, ছোট মুনাফিকী, ফরয ত্যাগ, ওয়াজিব ত্যাগ, হারাম, কবীরা গুনাহ্, সগীরা গুনাহ্ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এর মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগত। আর কিছু আছে সমাজ সম্পর্কীয়। কিছু আছে রাষ্ট্রীয়। আবার কিছু আছে আন্তর্জাতিক। সমাজের প্রতিটি মানুষ এ জাতীয় কোন না কোন অপরাধের কিছু না কিছু কমবেশী ভুক্তভোগী। প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্বাসী এবং তাঁর ধর্ম প্রচারে একান্ত উৎসাহী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমান মোসলমানদের এ করুণ দশা অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমিও তাঁদেরই একজন। তাই মুসলিম জাতির এ করুণ অধঃপতন থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই তো সর্ব প্রথম নিজ এলাকার সবাইকে মৌখিকভাবে উক্ত অপরাধগুলোর ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। যাতে তারা অপরাধগুলোর ভয়াবহতা অনুধাবন করে ধীরে ধীরে তা ছাড়তে শুরু করে। কিন্তু তাতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম, হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাযকাল মনোন্তকরণে বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকেই দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি ; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। তাই এতে কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে ”নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল” রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

ইতিপূর্বে অপরাধ সংক্রান্ত আমাদেরই আটটি বিস্তারিত পুস্তিকা লেখা ও ছাপা হয়েছে। আরো একটি ছাপানোর অপেক্ষায়। তবে এখানে একটি কথা থেকে যায়। আর তা হলো, পুস্তিকাগুলো পড়ে যদি কারোর মধ্যে এ অনুশোচনা জাগে যে, জীবনে তো অনেক অপরাধই করলাম। এখন তা থেকে সহজ পরিত্রাণের উপায় কি? উক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যই ”ইস্তিগ্ফার” নামক অত্র পুস্তিকাটির সবিশেষ অবতারণা। এ ব্যাপারে তাওবা সংক্রান্ত আরো একটি বিস্তারিত পুস্তিকা রচনার এক বিশেষ পরিকল্পনা হাতে রয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহ-পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনা। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকা

إِنَّ الْـحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أما بعد:

ইস্তিগ্ফার তথা কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা একজন বান্দাহ্'র শুরু ও শেষ কর্ম এবং ইবাদাত ও বন্দেগির প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও সর্বশেষ মঞ্জিল। এ জন্যই তাওহীদ ও ইস্তিগ্ফারকে ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবেই ধরা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ
نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ ٢ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي
فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ٣ ﴾ [هود : ١-٣]

"আলিফ-লাম-রা। (এর সঠিক অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন) এ কুর'আন এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলো (প্রমাণাদি দ্বারা) মজবুত করা হয়েছে। অতঃপর তা প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তা এ জন্য যে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাত না করো। নিশ্চয়ই আমি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা। আর এ জন্যও যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করবে। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। আর যদি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য কিয়ামতের কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।" (হূদ ঃ ১-৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ [الكهف : ٥٥]

"পূর্ববর্তীদের ন্যায় পার্থিব ধ্বংস এবং পরকালের কঠিন শাস্তি কখন যে সরাসরি উপস্থিত হবে এমন প্রতীক্ষাই কাফিরদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসার পরও তার প্রতি ঈমান আনতে এবং নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রেখেছে"।

(কাহ্ফ : ৫৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতি ইস্তিগ্ফারকে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং মক্কার কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ তাদেরকে একমাত্র পূর্ববর্তীদের ন্যায় পার্থিব ধ্বংস ও আখিরাতের কঠিন শাস্তির প্রতীক্ষাই আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও শির্ক পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত রেখেছে।

আর এ জন্যই যখন কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করতে আসতো তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সর্ব প্রথম নামাযের পাশাপাশি মাগফিরাতের দো'আই শিক্ষা দিতেন।

আবু মালিক আশ্জা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সর্ব প্রথম নামাযের নিয়মকানুন শিক্ষা দিয়ে নিম্নোক্ত দো'আটিও শিক্ষা দিতেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন এবং হিদায়েত, সুস্থতা ও রিযিক দিন"।[১]

মানুষ মাত্রই সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি একান্তভাবে সুকৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। কারণ, তার পুরো জীবনটাই তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার নি'য়ামতের উপরই নির্ভরশীল। তেমনিভাবে মানুষ বলতেই সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ক্ষমা ও তাওবার মুখাপেক্ষী। কারণ, তার প্রকৃতির মধ্যেই তো রয়েছে সর্বদা গুনাহ্ তথা অপরাধ চেতনা বিরাজমান। আর সর্বোত্তম অপরাধীই হচ্ছে তা থেকে দ্রুত তাওবাকারী।

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৬৯৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّـذِيْ نَفْـسِيْ بِيَـدِهِ لَـوْ لَمْ تُـذْنِبُوْا لَـذَهَبَ اللهُ بِكُـمْ، وَلَجَـاءَ بِقَـوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা যদি একেবারেই গুনাহ্ না করতে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করতো অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন"।[১]

আবু যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ

"হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই তোমরা দিন-রাত গুনাহ্ করে যাচ্ছো। আর আমি হচ্ছি তোমাদের গুনাহ্গুলোর একান্ত ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো"।[২]

উক্ত হাদীসদ্বয় মানুষের মাঝে স্বভাবতই গুনাহ্ তথা অপরাধ প্রবণতা রয়েছে বলে প্রমাণ করে। তাই সে নিজ গুনাহ্গুলো মুছে ফেলার জন্য সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করতে একান্তভাবেই আদিষ্ট।

আল্লামাহ্ ইব্নু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: ... উক্ত হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন লাভ হাসিল ও যে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। বান্দাহ্ নিজস্বভাবে নিজের কোন লাভ-ক্ষতিরই মালিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ দয়ায় কাউকে হিদায়েত কিংবা রিযিক না দেন তা হলে সে দুনিয়াতে অবশ্যই তা থেকে

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৭৪৯)

২ (মুসলিম, হাদীস ২৭৪৯)

বঞ্চিত হবে। তেমনিভাবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় তার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে না দিবেন পরকালে তা অবশ্যই তার ধ্বংসেরই কারণ হবে।[1]

আল্লাহ্ তা'আলার এও একটি মহান দয়া যে, তিনি নিজ কৃপায় বান্দাহ্দেরকে গুনাহ্ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য একটি সহজ পন্থাও রেখেছেন। এমন নয় যে, কেউ কোন গুনাহ্ করলে তাকে উক্ত গুনাহ্ থেকে মুক্তির জন্য বড়ো ধরনের কোন ঝামেলায় পড়তে হবে। বরং ইসলামী শরীয়তে গুনাহ্ থেকে মুক্তির পথ একেবারেই সহজ। তবে যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। তিনি রাত্রি বেলায় তাঁর নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন যেন দিনের অপরাধী তাঁর নিকট তাওবা করে নেয় এবং তিনি দিনের বেলায় তাঁর নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন যেন রাত্রি বেলার অপরাধী তাঁর নিকট তাওবা করে নেয়। তেমনিভাবে তিনি বান্দাহ্'র তাওবায় অনেক বেশি খুশি হন। তিনি ছাড়া তো আর কেউ নেই গুনাহ্ ক্ষমাকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [ال عمران : ١٣٥]

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কে আছে গুনাহ্ ক্ষমাকারী"। (আলি-'ইমরান : ১৩৫)

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় বান্দাহ্দের জন্য ইস্তিগ্ফারের ব্যাপারটিও সহজ করে দেন। অতএব যে কোন বান্দাহ্ যে কোন সময় ও পরিস্থিতিতে, দিনে ও রাতে, একাকী ও জন সম্মুখে, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, সফরে ও নিজ এলাকায় থাকাবস্থায়, দাঁড়ানো ও বসাবস্থায়, পবিত্র ও অপবিত্রাবস্থায় তথা যখনই সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করার ইচ্ছে পোষণ করে তখনই সে তা সহজভাবেই করতে পারে। সুতরাং কোন অবস্থায় কারোর জন্য ইস্তিগ্ফারের ব্যাপারে অলসতা দেখানো বাঞ্ছনীয় নয়।

ইস্তিগ্ফারের ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখা যায় তা অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। শুধু তা গুনাহ্ থেকে মুক্তির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা বহু ইবাদাত ও আমলে পরিব্যাপ্ত এবং এর বিধানও অনেক। যার কিয়দংশ আমি এ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করবো ইন্শাআল্লাহ্।

---

১ (জামি'উল-'উলুমি ওয়াল-'হিকাম ২/৩৭-৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা যেন এ পুস্তিকাটিকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আমার জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন এ আশা রেখেই এখানে ভূমিকাটির ইতি টানলাম।

তারিখ ২৮/৭/১৪৩১ হিজরী মুতাবিক ১০/৭/২০১০ ঈসায়ী

ইস্তিগ্ফারের সংজ্ঞা

ইস্তিগ্ফার মানে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজ গুনাহ্ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেন আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন এবং উক্ত গুনাহ্'র জন্য শাস্তির সম্মুখীন না করেন। চাই তা কোন তিরস্কার ছাড়াই সমূলে ক্ষমা করে দিয়ে হোক অথবা কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে বান্দাহ্'র স্বীকারোক্তি আদায় করেই হোক।

আবার ক্ষমা করা কখনো কথায় হতে পারে আবার কখনো কাজের মাধ্যমে। কারণ, মাগ্ফিরাত শব্দের অর্থ কাউকে গুনাহ্'র অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। তবে কেউ কেউ এর অর্থ কারোর কোন গুনাহ্ ঢেকে বা লুকিয়ে রাখাও বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ [التغابن : ١٤]

"তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করো ও লুকিয়ে রাখো তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (তাগাবুন : ১৪)

তবে পবিত্র কুর'আনে ইস্তিগ্ফার শব্দটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়:

ক. তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও 'ইক্রিমাহ্ (রাহিমাহুমাল্লাহ্) এর মতে ইস্তিগ্ফার শব্দটি কখনো কখনো ইসলামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ﴾

"তুমি (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা মোসলমান থাকে"। (আন্ফাল : ৩৩)

খ. ইস্তিগ্ফার শব্দটি আবার কখনো কখনো দো'আর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যে দো'আয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা রয়েছে সেটিই ইস্তিগ্ফার। তবে ইস্তিগ্ফার কখনো দো'আ হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে; যখন তা মৌখিক না হয়ে শুধুমাত্র কর্মগত হয়। তেমনিভাবে আবার কখনো

দো'আটিও ইস্তিগ্ফার হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে ; যখন তাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা না থাকে।

গ. ইস্তিগ্ফার শব্দটি আবার কখনো কখনো তাওবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর তখনই অনেকে তাওবা ও ইস্তিগ্ফারকে একই মনে করে থাকেন; অথচ কুর'আন ও হাদীস সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাওবা ও ইস্তিগ্ফার শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটি একাকী ব্যবহৃত হলে একটি অপরটিকেও বুঝায়। তবে উভয়টি একত্রে ব্যবহৃত হলে এর প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন ইস্তিগ্ফার শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা। আর তাওবা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কল্যাণময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা।

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইস্তিগ্ফার শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো তা একাকী। আবার কখনো তাওবা শব্দটির সাথে একত্রে মিলিত হয়ে। একা ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ ﴾

"নূহ্ (আলাইহিস্ সালাম) বললেন: আমি একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছি: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন"। (নূহ্ : ১০-১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل : ٤٦]

"কেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো না তা হলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহভাজন হতে পারবে"। (নাম্ল : ৪৬)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة : ١٩٩]

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম করুণাময়"। (বাক্বারাহ্ : ১৯৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

"তুমি [নবী (ﷺ)] তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে"। (আন্‌ফাল : ৩৩)

তাওবার সাথে একত্রে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সমূহঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ ﴾ [هود : ٣]

"আর এ জন্যও যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন"। (হূদ : ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢]

"হূদ্ (عليه السلام) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিবেন। তবে তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না"। (হূদ : ৫২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

"স্বালিহ্ (عليه السلام) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়ে তা আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা গ্রহণকারী"। (হূদ : ৬১)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٞ وَدُودٞ ﴾ [هود : ٩٠]

"শু'আইব্ (عليه السلام) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু অতি স্নেহময়"। (হূদ : ৯০)

অতএব ইস্তিগ্‌ফার শব্দটি যখন একাকী ব্যবহৃত হয় তখন তা তাওবার অর্থই বহন করে। বরং তা তাওবাই বটে। তবে তাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তথা বান্দাহ্'র গুনাহ্গুলো মুছে ফেলা এবং তাকে উহার প্রতিক্রিয়া ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার বাসনাও বিদ্যমান। মূলতঃ ইস্তিগ্‌ফার মানে শুধু বান্দাহ্'র গুনাহ্গুলো লুকিয়ে রাখা নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করার মানসিকতা ছাড়াও কারো কারোর গুনাহ্ লুকিয়ে রাখেন। তবে ক্ষমার মধ্যে লুকিয়ে রাখার অর্থ আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান। অতএব ইস্তিগ্‌ফার শব্দটির মধ্যে গুনাহ্'র অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। যা তার মূল অর্থ। আর এ ইস্তিগ্‌ফারই তো মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴾

"তুমি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে"। (আন্‌ফাল : ৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে শাস্তি দিবেন না। তবে কেউ গুনাহ্'র উপর স্থির থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করবেন না। কারণ, তা সার্বিক অর্থে ইস্তিগ্‌ফার হয়নি। এতে বুঝা গেলো ইস্তিগ্‌ফার শব্দটি একাকী ব্যবহৃত হলে তা তাওবার অর্থও বহন করে। তেমনিভাবে তাওবা শব্দটিও একাকী ব্যবহৃত হলে তা ইস্তিগ্‌ফারের অর্থও বহন করে।

তবে উভয় শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হলে ইস্তিগ্‌ফার শব্দটির অর্থ নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা। আর তাওবা শব্দটির অর্থ নিজ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কল্যাণময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা। তা হলে এখানে গুনাহ্ হলো দু' প্রকারের। যা বিগত তা থেকে

ইস্তিগ্ফার মানে তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি কামনা করা। যার আশঙ্কা করা হচ্ছে তা থেকে তাওবা মানে তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা উভয়টাকেই শামিল করে। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা ভবিষ্যতে তার কুপ্রবৃত্তি ও তার অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য।

এ দিকে গুনাহ্গার এমন পথের অনুগামী যা তাকে ধ্বংসের দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ; সঠিক উদ্দেশ্যের পথে নয়। তা হলে তাকে অবশ্যই এ পথ ছেড়ে মুক্তির পথের দিকে ফিরে আসতে হবে। যা তার মূল লক্ষ্য ও যাতে রয়েছে তার সমূহ কল্যাণ। তা হলে এখানে দু'টি জিনিস। একটি ছেড়ে অন্যটির দিকে ফিরে যেতে হবে। ছাড়ার নামই ইস্তিগ্ফার আর ফিরার নামই তাওবা। তবে এর প্রতিটি শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলে একটি অপরটিকেও বুঝাবে। আর বান্দাহ্ এর উভয়টির প্রতিই মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে তাকে কখনো কখনো উভয়টির আদেশ একত্রেই করা হয়েছে।

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ﴾ [هود : ٣]

"আর এ জন্যও যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও"। (হূদ : ৩)

অন্য দিকে ইস্তিগ্ফার হচ্ছে ক্ষতি থেকে মুক্তি কামনা করা আর তাওবা হচ্ছে লাভ অর্জন করতে চাওয়া। সুতরাং ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে বান্দাহ্ পূর্বের অবৈধ কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চায় আর তাওবার মাধ্যমে সে এমন কিছু পেতে চায় যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।[1]

যুন্নুন আল-মাস্রী বা মিশরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

الِاسْتِغْفَارُ جَامِعٌ لِمَعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَثَانِيْهَا: الْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ وَثَالِثُهَا: أَدَاءُ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ فَرْضِ اللهِ وَرَابِعُهَا: رَدُّ الْمَظَالِمِ فِيْ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْمَصَالِحِ عَلَيْهَا وَخَامِسُهَا: إِذَابَةُ كُلِّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَ عَلَى الْحَرَامِ وَسَادِسُهَا: إِذَاقَةُ أَلَمِ الطَّاعَةِ كَمَا وَجَدْتَ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ

"ইস্তিগ্ফার শব্দটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে। যার মধ্যকার সর্ব প্রথমটি হচ্ছে পূর্বের গুনাহ্'র উপর লজ্জিত হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাপগুলো

---

১ (মাদারিজুস্-সালিকীন ১/৩০৭-৩০৮)

ছাড়ার একান্ত দৃঢ় অঙ্গীকার। তৃতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বিনষ্টকৃত ফরযগুলো আদায় করা। চতুর্থটি হচ্ছে কারোর উপর তার সম্পদ, সম্মান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন যুলুম করে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া। পঞ্চমটি হচ্ছে হারামের উপর যে রক্ত-মাংসের ভিত্তি তা কমিয়ে ফেলা। ষষ্ঠটি হচ্ছে আনুগত্যের কষ্ট সহ্য করা যেমনিভাবে অনুভব করা হয়েছে গুনাহ্'র সুমিষ্টতা।[১]

১ (নুয্হাতুল-ফুযালা': ৮৫৬)

ইস্তিগ্ফারের বিধান

ইস্তিগ্ফার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য ইবাদাতগুলোর একটি। চাই তা নিজের জন্য হোক অথবা অপরের জন্য।

স্বাভাবিকভাবে ইস্তিগ্ফার মুস্তাহাব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل : ٢٠]

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (মুয্যাম্মিল : ২০)

উক্ত আয়াতে ইস্তিগ্ফারের নির্দেশ থেকে তা মুস্তাহাব হওয়াই বুঝতে হবে। কারণ, ইস্তিগ্ফার কখনো গুনাহ্ ছাড়াও হতে পারে। কেউ যেমন নিজের জন্য ইস্তিগ্ফার করতে পারেন তেমনিভাবে তা করতে পারেন নিজ মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, পূর্ববর্তী মু'মিন-মোসলমান ভাই-বোনদের জন্য।

তবে ইস্তিগ্ফার কখনো ওয়াজিবও হতে পারে। যেমন: গুনাহ্ করার পর ইস্তিগ্ফার তেমনিভাবে যার গীবত বা দোষ অন্যের সম্মুখে চর্চা করা হয়েছে তার জন্য ইস্তিগ্ফার।

কখনো কখনো ইস্তিগ্ফার মাকরূহ্ও হতে পারে। যেমন: সদ্য মৃত কোন ব্যক্তির লাশের পাশে বসে তার জন্য ইস্তিগ্ফার করা। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনভাবেই বর্ণিত নয়। তবে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার জানাযার নামাযে অথবা দাফন শেষে ইস্তিগ্ফার করা যেতে পারে।

আবার কখনো কখনো ইস্তিগ্ফার হারামও হতে পারে। যেমন: কোন কাফিরের জন্য ইস্তিগ্ফার। যদিও সে ইস্তিগ্ফারকারীর নিকটাত্মীয়ও হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ ﴾ [التوبة : ١١٣-١١٤]

"কোন নবী বা ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটি জায়িয নয় যে, তারা মুশ্রিকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। যখন তারা সুস্পষ্টভাবে এ

কথা জানে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী। তবে ইব্রাহীম এর ইস্তিগ্‌ফার যা তার পিতার জন্য করা হয়েছিলো তা ছিলো শুধু একটি ওয়াদার ভিত্তিতেই যা সে একদা তার পিতার সাথে করেছিলো। অতঃপর যখন তার নিকট এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তার পিতা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শত্রু তখন সে তার জন্য ইস্তিগ্‌ফার করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হলো। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয় অত্যন্ত সহনশীল"। (তাওবা : ১১৩-১১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ﴾ [المنافقون : ٦]

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা নাই করো উভয়টিই তাদের জন্য সমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না"। (মুনাফিকূন : ৬)

তা হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইস্তিগ্‌ফার মুনাফিকদের কোন ফায়েদাতেই আসবে না। কারণ, তাদের বিশ্বাস অতি নিকৃষ্ট ও একেবারেই বিকৃত। তারা মূলতঃ এখনো কুফরি, ফাসিকী এবং অতি নিকৃষ্ট কাজেই ডুবা। তাই তারা এমন শাস্তিরই উপযোগী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ﴾ [النساء : ١٤٥]

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের একান্ত নিম্ন স্তরেই অবস্থিত। তুমি তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না"। (নিসা' : ১৪৫)

ইস্তিগ্‌ফারের প্রয়োজনীয়তা

ইস্তিগ্‌ফার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা নবী-রাসূলগণ নিজেরাই সর্বদা করতেন এবং নিজ সম্প্রদায়কেও এর দিকে দা'ওয়াত দিতেন। এমনকি আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে রাত্রের শেষ বেলায় ইস্তিগ্‌ফারকারীদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

'আল্লামাহ্‌ ইব্‌নু বাত্ত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইস্তিগ্‌ফার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: মানুষের মধ্যে নবীগণই সব চাইতে বেশি আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করেন। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সব চাইতে বেশি চিনেন। এ জন্যই তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায়ে ব্যস্ত থাকেন। উপরন্তু তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকার আদায়ে নিজের মধ্যে ত্রুটি অনুভব করেন। অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাঁদের ইস্তিগ্‌ফার করা মূলতঃ উক্ত ত্রুটি অনুভবের কারণেই। তাঁরা মনে করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের কাছ থেকে যতটুকু ইবাদত পাওয়ার অধিকার রাখেন তা আমরা কোনভাবেই করতে পারছিনা।[১]

বস্তুতঃ একজন বান্দাহ্‌ সর্বদা তার প্রভুর একান্ত মুখাপেক্ষী। চাই তা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা বিশেষ গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে। তাই মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার প্রভুর একান্ত মুখাপেক্ষী। যে মুখাপেক্ষিতা কখনো তার থেকে ভিন্ন হওয়ার নয়। মানুষ তার প্রতিটি কাজে-কারবারে, তার চলা-ফেরায় এমনকি তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে সে তার প্রভুর মুখাপেক্ষী। আর এ ব্যাপারটি সত্যিকারার্থে বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ আবার অনেক প্রকার। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে বেশি চিনেন বলে তাঁরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে বেশি ভয় করেন এবং তাঁর নিকট বেশি বেশি ইস্তিগ্‌ফার করেন। আর এঁদের পরেই সত্যিকারের আলিম সম্প্রদায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত। কারণ, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে যত বেশি চিনেন তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ততো বেশি ভয় করেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر : ٢٨]

"আল্লাহ্‌'র বান্দাহ্‌দের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে সত্যিকারার্থে ভয়

১ (ফাত্‌'হুল-বারী ১১/১০১, ২০২)

করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল"। (ফাত্বির : ২৮)

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, সত্যিকার আলিমগণ সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে তাঁরা অন্যদেরকেও সর্বদা ইস্তিগ্ফার করতে উৎসাহিত করেন। শিক্ষা ও উপদেশের ক্ষেত্রে তাঁদের এ জাতীয় অসিয়ত কারোর অজানা নয়। কারণ, তাঁরা জানেন ইস্তিগ্ফারে রয়েছে রক্ষা ও নিরাপত্তা, গুনাহ্ মাফ ও সকল কাজে সহজতা।

শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ইস্তিগ্ফারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: ইস্তিগ্ফার একজন মানুষকে অপছন্দনীয় কাজ থেকে পছন্দনীয় কাজের দিকে, অপরিপূর্ণ কাজ থেকে পরিপূর্ণ কাজের দিকে এমনকি একজন মানুষকে নিচু পর্যায় থেকে উঁচু পর্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। কারণ, একজন ইবাদতকারী যিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থেই চিনেন তিনি প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘন্টা ও মিনিটে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে আরো বেশি জ্ঞান অর্জন করেন। উপরন্তু তিনি ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে আরো বেশি পরিপক্ব হন। তখন তিনি নিজ খানাপিনায়, ঘুমে ও চেতনে, কথায় ও কাজে অনেক ধরনের ত্রুটি অনুভব করে থাকেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলার যে ধরনের ইবাদত করা দরকার তা আমার দ্বারা হচ্ছে না। অতএব তিনি দিনে ও রাতে তথা সর্বদা ইস্তিগ্ফারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বরং তিনি কথায় ও কাজে এমনকি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ইস্তিগ্ফার করা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করেন। কারণ, তিনি জানেন, তাতে অনেক ধরনের উপকার ও ফায়েদা রয়েছে। তাতে সকল ধরনের ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। উপরন্তু তাতে শরীর ও মন সম্পর্কীয় সকল কর্মে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারও নিহিত রয়েছে।

ইস্তিগ্ফার সকল তাওহীদপন্থীর একটি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তা তাঁদের সকলের সাথেই একান্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি এর সম্পর্ক কালিমায়ে ত্বায়্যিবাহ্ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাথেও। চাই সে তাওহীদপন্থী এ যুগের হোক কিংবা পূর্ব ও পরের যুগের। চাই সে উঁচু পর্যায়ের হোক অথবা নিচু পর্যায়ের। বরং তাওহীদ ও ইস্তিগ্ফার আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টির সাথেই সম্পৃক্ত। তবে এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এতে প্রত্যেক আমলকারীর একটি নির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে।

তাই বলতে হয়, দৃঢ়তা ও সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার

একত্ববাদের সাক্ষ্য সকল ধরনের শির্ককে তিরোহিত করে। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়, ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত, পূর্বের হোক কিংবা পরের, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। আর ইস্তিগ্ফার শির্ক ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ্ মুছে দেয়। যা মূলতঃ শির্কেরই শাখা-প্রশাখা।

অতএব বলা যায়, তাওহীদ মূল শির্ককে দূরীভূত করে। আর ইস্তিগ্ফার শির্কের সকল শাখা-প্রশাখা তথা অন্যান্য গুনাহ্সমূহ দূরীভূত করে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোত্তম প্রশংসা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর সর্বোত্তম দো'আ হলো "আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাহ্কে তার নিজের জন্য ও অন্যান্য সকল মু'মিন ভাইয়ের জন্য তাওহীদ ও ইস্তিগ্ফারের আদেশ করেন।

'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন: তাওবাহ্ হচ্ছে একটি মহৎ পুণ্যের কাজ। তাতে অন্যান্য পুণ্যের শর্তও আরোপ করা হয়েছে। যেমন: ইখ্লাস ও আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ নিষ্ঠা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্ণ আনুগত্য। আর ইস্তিগ্ফার হচ্ছে একটি বড় পুণ্যের কাজ এবং এর দরোজাও অতি প্রশস্ত। তাই কেউ নিজ কথা, কাজ, রিযিক ও অন্তর তথা তার সার্বিক অবস্থায় কোন ধরনের ত্রুটি ও পরিবর্তন অনুভব করলে সে যেন নিজ তাওহীদ ও ইস্তিগ্ফারকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে। কারণ, এতেই রয়েছে তার পরিপূর্ণ চিকিৎসা। যদি তার মধ্যে সত্যিকারার্থের সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা উপস্থিত থাকে।[১]

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্ফারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: তোমার আমল ও অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা, মহত্ত্ব ও অধিকারের সাথে তুলনা করে দেখো। যদি দেখো তোমার আমলটুকু আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার ও মর্যাদানুযায়ী হয়েছে তাহলে তোমার তাওবাহ্'র কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি দেখো তুমি যে সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল, দুনিয়া বিমুখতা, আল্লাহ্মুখী হওয়া কিংবা যতো ইবাদতই করেছো তার অনেক অনেক গুণ বেশি করলেও আল্লাহ্ তা'আলার সামান্যটুকু অধিকারও আদায় করা সম্ভব হবে না। তাঁর একটা নিয়ামতের সমপরিমাণও হবে না। যা আমরা নিয়ত ভোগ করছি। বরং মানুষ যা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার অনেক অনেক গুণ বেশি পাওয়ার

---

১ (ফাতাওয়া ১১/৬৯৬-৬৯৮)

অধিকারী। তাহলে তুমি অবশ্যই তাওবাহ্'র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। মনে করবে, এটাই একজন মানুষের সর্বশেষ ভরসা। কারণ, বান্দাহ্ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার আদায় করতে সক্ষম নয় তখন তাওবাহ্ ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর নেই। আর এ কথা তখনই আসবে যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার যথার্থ আদায় করতে পেরেছে বলে মনে করবে; অথচ ইবাদতে গাফিলতি, ত্রুটি, অলসতা ও অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের উপর নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া এটাতো আমাদের অধিকাংশ লোকেরই নিত্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১]

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, গুনাহ্ করলেই যে শুধু ইস্তিগ্ফার করতে হয় তা নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব, মর্যাদা ও তাঁর অধিকার অনুযায়ী যে তাঁর যথার্থ ইবাদত করা সম্ভব হচ্ছে না এ ঘাটতি পূরণের জন্যও তাওবাহ্ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের দো'আ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অপরাধ ও ত্রুটিসমূহ এবং আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করুন। আমাদের পদযুগল দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়ী করুন"। (আলি 'ইমরান : ১৪৭)

অন্য আয়াতে রয়েছে,

﴿ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অপরাধ ও ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের গুনাহ্গুলো লুকিয়ে রাখুন। আর আমাদেরকে নেককারদের সাথে মৃত্যু দিন"। (আলি 'ইমরান : ১৯৩)

উক্ত আয়াতদুটোতে মু'মিনগণ দু'টি জিনিস থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যুনূব তথা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ত্রুটি। আর অপরটি হচ্ছে বাড়াবাড়ি তথা গুনাহ্ ও পাপরাজি।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলি 'ইমরানের মধ্যে বলেন:

﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم

---

১ (তাহযীবু মাদারিজিস-সালিকীন : ৬৪১)

مِّنۢ بَعۡضٍۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]

"তখন তাদের প্রভু তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন: তোমাদের মধ্যকার পুরুষ কিংবা নারী সে যেই হোক না কেন তার কোন আমল আমি নিষ্ফল করে দিই না। বরং এ ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। বরং তোমরা একে অপরের অংশ স্বরূপ। অতএব যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে নিজ ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ও আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে। এমনকি যারা যুদ্ধ করেছে এবং যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ করে দেয়া হয়েছে আমি তাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই প্রবেশ করাবো এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক নদ-নদী। যা হবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একান্ত পুরস্কার। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই তো রয়েছে অতি উত্তম পুরস্কার"। (আলি-'ইমরান: ১৯৫)

উক্ত আয়াতে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। তবে এটি গুনাহ্'র ক্ষমা নয়। বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর অধিকার আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যা করার দরকার ছিলো তা করা হয়নি এবং তাঁর নিয়ামতের যতটুকু কৃতজ্ঞতা আদায়ের দরকার ছিলো তা আদায় করা হয়নি।

অতএব এটা মনে করলে চলবে না যে, তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্‌ফার হচ্ছে একমাত্র গুনাহ্‌গারদের জন্য। অন্য কারোর জন্য নয়। বরং তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্‌ফার একজন মু'মিনের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয়। জীবনের শুরু, মাঝে ও শেষে তথা সর্বক্ষণই। কারণ, নেক আমল সম্পাদনে তার কোন না কোন ত্রুটি থাকতেই পারে। এখানেই শেষ নয় বরং তার জীবনে যে কোন গুনাহ্ ও পাপরাজি অবশ্যই থাকতেই পারে। আর এ দৃষ্টিকোণে নেক আমলের পরও ইস্তিগ্‌ফার হতে পারে।

নেক আমলের পর ইস্তিগ্‌ফার:

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্‌দেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করার পর ইস্তিগ্‌ফারের আদেশ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴾ [المزمل: ٢٠]

"নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দাও তথা সাদাকা করো। তোমরা নিজেদের জন্য যে কোন নেকি তথা সাদাকা-খায়রাত অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো উত্তম ও অতি লাভজনক হিসেবে সঞ্চিত পাবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু"। (মুয্যাম্মিল: ২০)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রতিটি নেক আমলের পরই ইস্তিগ্ফার করা উচিত।[1]

---

১ (তাদ্মুরিয়্যাহ্: ২/১৩৪ ফাতাওয়া: ৩২/১৩৩)

ইস্তিগ্ফারের ফযীলত

কুর'আন ও সহীহ হাদীসে ইস্তিগ্ফার সম্পর্কীয় অনেক কথাই পাওয়া যায়। যা ইস্তিগ্ফারের গুরুত্ব ও ফযীলত, কল্যাণ ও বরকত, লাভ ও ফায়েদাই বর্ণনা করে। তাতে ইস্তিগ্ফারকারীর লাভ এবং যার জন্য ইস্তিগ্ফার করা হচ্ছে তারও লাভ রয়েছে। কোন কোন জায়গায় ইস্তিগ্ফারের আদেশ করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় ইস্তিগ্ফারের উপদেশও দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে কোন কোন জায়গায় নবীগণের ইস্তিগ্ফারের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। এর সবই ইস্তিগ্ফারের ফযীলত এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্ত পছন্দনীয় একটি ইবাদত হওয়াই বুঝায়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে ইস্তিগ্ফারকারীদের প্রশংসা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাহ্দের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَٱلۡمُسۡتَغۡفِرِينَ بِٱلۡأَسۡحَارِ ﴾ [ال عمران : ١٧]

"যারা শেষ রাতে ইস্তিগ্ফারকারী"। (আলি 'ইমরান : ১৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴾ [الذاريات : ١٨]

"আর তারা শেষ রাতে ইস্তিগ্ফার করে"। (যারিয়াত : ১৮)

ইস্তিগ্ফারকে এখানে শেষ রাতের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। কারণ, সে সময়টি দো'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। কারণ, তখনকার ইবাদত মূলতঃ খুবই কষ্টকর। তবে যে কারোর মন তখন খুবই পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তখন নিচের আকাশে নেমে বলেন:

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ

"এমন কোন ইস্তিগ্ফারকারী আছে কি? সে ইস্তিগ্ফার করবে। আর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"।[১]

---

১ (মুসলিম, হাদীস ৭৫৮)

শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মানুষের অন্তর শেষ রাতে আল্লাহ্মুখী, পরিচ্ছন্ন ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য প্রস্তুত থাকে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সে সময় নিচের আকাশে নেমে ডাক দেন, আমাকে ডাকার কেউ আছে? আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছে? আমার নিকট তাওবাহ্কারী কেউ আছে?[১]

এ জন্যই ইয়া'কুব (আলাইহিস্ সালাম) এর ছেলেরা যখন তাঁর নিকট তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তিগ্ফারের আবেদন করলো তখন তিনি সাথেসাথেই তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগ্ফিরাত কামনা না করে শেষ রাতের অপেক্ষায় থাকলেন এবং বললেন:

﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [يوسف : ٩٨]

"অচিরেই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। (ইউসুফ : ৯৮)

ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), নাখা'য়ী, 'উমর বিন্ ক্বাইস্ ও ইব্নু জুরাইজ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এবং আরো অন্যান্যরা উক্ত আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২]

তেমনিভাবে ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর পিতাকে বললেন:

﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم : ٤٧]

"আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনি নিরাপদে থাকুন। আমি আর কোন দিন আপনার সাথে ঝামেলা করতে আসবো না। বরং আমি অচিরেই আপনার জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা চাবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতি দয়ালু"। (মারইয়াম : ৪৭)

কেউ কেউ বলেছেন: ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর পিতার মাগ্ফিরাত কামনার জন্য শেষ রাতের অপেক্ষায় ছিলেন।

২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ইস্তিগ্ফার করতেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সর্বদা ইস্তিগ্ফার করা ইস্তিগ্ফারের বিশেষ ফযীলত এবং তা কল্যাণ ও বরকতময় হওয়া বুঝায়। কারণ, তিনি সর্বদা উত্তম আমলই করতেন। বরং সর্বদা ইস্তিগ্ফার করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি

১ (ফাতাওয়া ৫/১৩০-১৩১)

২ (ইব্নু কাসীর ৪/৫১৫)

প্রকাশ্য নিদর্শন বললেই চলে।

আগার্র আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

انَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"মাঝে মাঝে আমার অন্তরে হালকা অস্থিরতা ও গ্লানি আসে। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রতিদিন একশ' বার ক্ষমা চাই"।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দৈনন্দিন সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করি"।[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

انْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"আমরা একই বৈঠকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে গনতে পারতাম। তিনি বলতেন: হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবাহ্ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী দয়ালু। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী ক্ষমাশীল"।[৩]

মূলতঃ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুর'আনের কয়েকটি জায়গায় নিজেই সরাসরি ইস্তিগ্‌ফারের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴾ [غافر : ٥٥]

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৭০২ আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৫)

২ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৭)

৩ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৬ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪)

"অতএব তুমি ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য। আর নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাও। উপরন্তু সকাল-বিকাল নিজ প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো"। (গাফির/মু'মিন : ৫৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء : ١٠٦]

"আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু"। (নিসা' : ১০৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴾ [محمد : ١٩]

"অতএব তুমি জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর ক্ষমা চাও নিজ ভুল-ত্রুটির জন্য এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন"। (মুহাম্মাদ : ১৯)

এমনকি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজ জীবনের শেষ সময়ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইস্তিগ্‌ফারের জন্য আদিষ্ট হন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴾ [النصر : ٣]

"তখন তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক তাওবাহ্ গ্রহণকারী"। (নাস্‌র : ৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আদেশ নিজ জীবনে যথার্থভাবে কার্যকর করেছেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُوْلُ فِيهَا : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা নাস্‌র নাযিল হওয়ার পর এমন কোন স্বালাত আদায়

করেননি যাতে তিনি উপরোক্ত দো'আ পড়েননি যার অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।[১]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু' ও সাজ্‌দায় বেশি বেশি বলতেন যার অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি এরই মাধ্যমে মূলতঃ কুর'আনের আদেশই বাস্তবায়ন করতেন"।[২]

৩. ইস্তিগ্‌ফার করা সকল নবীগণের একটি বাহ্যিক নিদর্শন।

সকল নবী নিজেও ইস্তিগ্‌ফার করেছেন এবং তাঁর উম্মতকেও ইস্তিগ্‌ফারের প্রতি আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আদম ও 'হাওওয়া ('আলাইহিমাস-সালাম) সম্পর্কে বলেন: তাঁরা একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়ার সময় বলেন:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٣]

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো"। (আ'রাফ : ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (عليه السلام) সম্পর্কে বলেন: তিনি একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [القصص : ١٦]

"হে আমার প্রভু! আমি নিজেই নিজের উপর যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁকে ক্ষমা

---

১ (বুখারী, হাদীস ৪৯৬৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

২ (বুখারী, হাদীস ৮১৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। (ক্বাসাস : ১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (ﷺ) সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأَنَابَ ﴾ [ص : ٢٤]

"দাউদ (ﷺ) বুঝতে পারলো যে, নিশ্চয়ই আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং সাজ্দায় পড়ে তাওবাহ্ করলো"। (স্বাদ্ : ২৪)

নূহ (ﷺ) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ۝١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ۝١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ﴾ [نوح : ١٠-١٢]

"তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা"। (নূহ : ১০-১২)

নূহ (ﷺ) নিজেও ইস্তিগ্ফার করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ﴾ [نوح: ٢٨]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে এবং যে আমার ঘরে মু'মিন হয়ে প্রবেশ করবে তাকেও এমনকি দুনিয়ার সকল মু'মিন পুরুষ এবং সকল মু'মিন মহিলাকেও ক্ষমা করুন"। (নূহ : ২৮)

স্বালিহ্ (ﷺ) তাঁর সামূদ বংশকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ يَٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِۖ لَوۡلَا تَسۡتَغۡفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴾ [النمل : ٤٦]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন সৎকর্ম ছেড়ে দ্রুত অসৎকর্মের দিকে ধাবিত হও। তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও না। আশাতো তিনি তোমাদেরকে অচিরেই দয়া করবেন"। (নাম্‌ল : ৪৬)

স্বালিহ্ (ﷺ) তাঁর সম্প্রদায়কে আরো বলেন:

﴿ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٞ مُّجِيبٞ ﴾ [هود : ٦١]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে দিয়ে তা আবাদ করেছেন। তাই তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং যে কারোর আবেদন গ্রহণকারী"। (হূদ : ৬১)

হূদ (عليه السلام) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। আবারো তোমরা অপরাধী হতে যেও না"। (হূদ : ৫২)

শু'আইব্ (عليه السلام) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٞ وَدُودٞ ﴾ [هود : ٥٢]

"তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু অতি প্রেমময়"। (হূদ : ৫২)

এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা ইস্তিগ্ফারের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝায়।

৪. ইস্তিগ্ফার হচ্ছে ইবাদতের মূল ও সঞ্জীবনী:

একজন ইস্তিগ্ফারকারী মূলতঃ ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নিজের দীনতা, অধীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে। কারণ, সে জানে, তিনিই একমাত্র তার একক সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র ইবাদতের মালিক। তাঁর হাতেই সবকিছু এবং তাঁর দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন। তিনিই একমাত্র বান্দাহ্'র পাপ মোচনকারী। তাই সে সর্বদা একমাত্র তাঁরই

উপর নির্ভরশীল। তার যা চাওয়ার দরকার সে তা একমাত্র তাঁরই নিকট চায়। যে কোন ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে। সর্বদা সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা কামনা করে। সে যে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী তাও সে সর্বদা অনুভব করে। এমন চেতনা যার সে কখনো নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবে না এবং তাঁর রহ্মত থেকেও সে কখনো নিরাশ হয় না। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি ইস্তিগ্‌ফার করে না এমনকি এর মর্মও বুঝে না সে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করে এবং কখনো কখনো সে তাঁর রহ্মত থেকে নিরাশও হয়ে যায় ; অথচ এর উভয়টিই তার জন্য একান্ত ক্ষতিকর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴾

"তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করছে ; অথচ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না"। (আ'রাফ : ৯৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ [الحجر : ٥٦]

"একমাত্র পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউই নিজ প্রভুর রহ্মত থেকে নিরাশ হতে পারে না"। (হিজ্‌র : ৫৬)

ইব্‌নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "সমূহ কল্যাণের মূল হচ্ছে তুমি সর্বদা মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন তাই হয়েছে। যা তিনি চাননি তা হয়নি। সুতরাং সে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, সমূহ নেক কাজ একমাত্র তাঁরই নিয়ামত। অতএব সে কোন নেক কাজ করতে পারলে একমাত্র তাঁরই কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং তাঁর নিকট এ মর্মে দো'আ করবে যে, তিনি যেন তার কাছ থেকে এ জাতীয় নেক কাজের আগ্রহ কখনো ছিনিয়ে না নেন। সে এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, গুনাহ্'র কাজ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের শাস্তি স্বরূপ। সুতরাং সে কোন গুনাহ্'র কাজ করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে আশ্রয় কামনা করবে। এ জন্যই তো যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে চিনেছেন তাঁরা এ কথায় একমত যে, যত

কল্যাণ তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তাওফীক দিলেই তা সংঘটিত হয়। আর যত অকল্যাণ তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা কারোর প্রতি দয়ার দৃষ্টি না দিলেই তা সংঘটিত হয়। তাঁরা আরো বলেন: তাওফীক মানে বান্দাহ্‌কে তার নিজ হাতে সোপর্দ না করে আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ং তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখা। আর কাউকে তাওফীক না দেয়া মানে বান্দাহ্'র সমূহ দায়-দায়িত্ব তার নিজ হাতেই উঠিয়ে দেয়া। সুতরাং বুঝা গেলো, সমূহ কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকেই হয় এবং তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। এর কোন কিছুই বান্দাহ্'র হাতে নয়। আর কোন নেক কাজ করার তাওফীক বা সুযোগ তখনই পাওয়া সম্ভব যখন তা করার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই দো'আ করা হবে। তাঁর মুখাপেক্ষী হবে ও তাঁর নিকট নিজকে ন্যস্ত করবে। তাঁর দয়ার আশা করবে ও তাঁকে ভয় করে একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হবে। এটিই হচ্ছে একমাত্র নেক কাজের চাবিকাঠি। এ চাবি যাকেই দেয়া হবে সেই একমাত্র নেক কাজ করতে পারবে। আর যাকে তা দেয়া হবে না নেকির দরোজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।

আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি কখনো দো'আ কবুল হওয়ার চিন্তা করি না। বরং এ কথা চিন্তা করি যে, আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করার মানসিকতা জন্ম নেয় কি না। কারণ, যদি কোনভাবেই আমার মধ্যে দো'আর মানসিকতা জন্ম নেয় তাহলে তা কবুল হবেই ইন্‌শাআল্লাহ্।

বান্দাহ্'র নিয়্যাত, হিম্মত এবং তার একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাওফীক ও সাহায্য দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ততটুকুই পাওয়া যাবে যতটুকু তার হিম্মত, অবিচলতা ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা হবে ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়া যাবে। আর এগুলোর মধ্যে তার যতটুকু ঘাটতি থাকবে ততটুকুই সে আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো একান্ত প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি কাউকে কোন কিছুর তাওফীক দিবেন কি দিবেন না তা তিনি খুব বুঝেশুনেই করবেন। সুতরাং কেউ তাওফীক থেকে বঞ্চিত হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার অকৃতজ্ঞতা, তাঁর নিকট দো'আ ও তাঁর একান্ত শরণাপন্ন না হওয়ার দরুনই। আর কেউ আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও সহযোগিতা পেয়ে থাকলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার

কৃতজ্ঞতা, তাঁর নিকট দো'আ ও তাঁর একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার দরুনই।[১]

৫. ইস্তিগ্ফারের মধ্যে এমন কিছু লাভ রয়েছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না:

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) সর্বদা নিজ গুনাহ্গুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদা বলতে গিয়ে বলেন: "এর ফায়েদা সমূহের একটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারোর কল্যাণ চান তখন তার পূর্বের নেক কাজসমূহ তাকে ভুলিয়ে দেন। তখন সে উক্ত নেক কাজসমূহের কথা কখনো ভাবে না এবং কারোর সামনে তা কখনো উল্লেখও করে না। ইতিমধ্যে যখন সে কোন গুনাহ্'র কাজ করে ফেলে তখন সে উক্ত গুনাহ্'র চিন্তায় খুব অস্থির হয়ে পড়ে। তখন উক্ত গুনাহ্'র কথাই তার সর্বদা মনে পড়ে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তখন সে উক্ত গুনাহ্'র কথা মনে করে অত্যন্ত মর্মব্যথা অনুভব করে। তখন তা তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত রহমতেই রূপান্তরিত হয়।

এ জন্যই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন: বান্দাহ্ কখনো গুনাহ্ করে জান্নাতে যায়। আর কখনো সে নেক কাজ করেও জাহান্নামে যায়। শ্রোতারা বললো: তা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন: বান্দাহ্ যখন কোন গুনাহ্ করে সে তা সর্বদা মনে করে। যখনই সে তা স্মরণ করে তখনই সে কেঁদে ফেলে, লজ্জিত হয়, তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্ফার করে, আল্লাহ্'র দিকে ধাবিত ও তাঁর সামনে নত হয় এবং সে উক্ত গুনাহ্'র কথা স্মরণ করে বেশি বেশি নেক আমল করে তখন তা তার জন্য রহ্মত হয়ে যায়। জান্নাতের উপযুক্ত বলে নিরূপিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে বান্দাহ্ যখন কোন নেক কাজ করে সে তা সর্বদা মনে করে। যখনই সে তা স্মরণ করে তখনই সে তা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখানোর জন্য হিসেব করে রাখে এবং তা স্মরণ করে মানুষের সাথে গর্বও করে। এমনকি সে এ কথা ভেবেও আশ্চর্য হয় যে, এতো নেক আমল করার পরও মানুষ কেন তাকে সম্মান করে না। কেন তাকে সর্বদা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে না। এ ব্যাপারগুলো যখন তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে এবং তা প্রকট আকারে তার চোখের সামনে ধরা পড়ে তখন তা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং বান্দাহ্'র সৌভাগ্যের নিদর্শন এই যে, সে তার পূর্বের নেক

---

১ (ফাওয়াইদ: ১২৭-১২৮)

কাজগুলো একেবারেই ভুলে যাবে এবং সে তার পূর্বের গুনাহ্গুলো সর্বদা স্মরণ করবে। ঠিক এরই বিপরীতে বান্দাহ্'র দুর্ভাগ্যের নিদর্শন এই যে, সে তার পূর্বের গুনাহ্গুলো একেবারেই ভুলে যাবে এবং সে তার পূর্বের নেক কাজগুলো সর্বদা স্মরণ করবে।

☛ সর্বদা নিজ গুনাহ্গুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ নিজকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। এমনকি কারোর উপর তার কোন অধিকার রয়েছে এমনও মনে করবে না। কারণ, সে নিজ দোষ সমূহ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। তাই সে নিজকে এমন একজন মু'মিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাববে না, যে এক আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী। যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবেই মেনে চলে। যখন কারোর মানসিকতা এমন হবে, তখন সে কারোর কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে এমন ভাববে না। কেউ তাকে কখনো কোথাও সম্মান না করলে তাকে কোন ধরনের তিরস্কার করবে না। কারণ, সে নিজকে হীন ও নিম্ন মনে করে। তার মধ্যে কারোর কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার কোন ধরনের উপযুক্ততা রয়েছে, তা সে মনে করে না। সুতরাং কেউ তাকে সালাম দিলে অথবা কেউ তার সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করলে সে মনে করবে, লোকটি আমার উপর দয়া করেছে। আমি এতটুকু সম্মানের উপযুক্ত না হলেও সে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেছে। এ রকম জীবন কতোই না সহজ ও আরামদায়ক। কতোই না বিদ্বেষহীন ও শান্তিময়।

☛ সর্বদা নিজ গুনাহ্গুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে কোন ফিকির ও বলাবলি করে না। কারণ, সে তো নিজ দোষ-ত্রুটি নিয়েই ব্যস্ত। অতএব এ জাতীয় মানুষের ভাগ্য কতোই না ভালো যার নিজের দোষ তাকে অন্যের দোষ থেকে বিরত রেখেছে। এটি সত্যিই সৌভাগ্যের একটি একান্ত নিদর্শন।

☛ সর্বদা নিজ গুনাহ্গুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ যখন কোন গুনাহ্ করে বসে, তখন সে নিজকে অন্য গুনাহ্গারদের মতো মনে করে। অতএব সে অন্যদের মতো নিজের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও ক্ষমার মুখাপেক্ষিতা অনুভব করে। সে অনুভব করে, অন্য গুনাহ্গারদের মতো সেও একজন বিপথগামী। তখন সে নিজের পাশাপাশি অন্যের জন্যেও এ বলে

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চায়। সে বলে:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

যখন কোন বান্দাহ্ মনে করে, অন্যান্য গুনাহ্গাররাও তার মতো বিপথগামী। সে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার মুখাপেক্ষী অন্যরাও তেমনই। তখন সে অন্যান্যদের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুনাহ্ মাফ চাইতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবে না। তেমনিভাবে অন্যান্যরাও তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুনাহ্ মাফ চাইতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবে না। কারণ, কাজের ধরন অনুযায়ীই তার ফলাফল। এ জন্য কোন এক বুযুর্গ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (عليه السلام) এর সৃষ্টির প্রাক্কালে ফিরিশ্তাগণকে তাঁদের নিম্নোক্ত কথার জন্য তিরস্কার করেছেন। তাঁরা বলেছেন:

﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٣٠]

"আপনি কি জমিনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে ; অথচ আমরা আপনার প্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" (বাক্বারাহ্ : ৩০)

এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা (কোন এক বর্ণনানুযায়ী) হারূত ও মারূতকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। ---তখন ফিরিশ্তাগণ আদম সন্তানের জন্য দো'আ ও ইস্তিগ্ফার করতে শুরু করলো।[১]

---

১ (মিফ্তাহু দারিস্-সা'আদাহ্ : ১/২৯৭-২৯৯)

একজন মুসলমানের কী ধরনের ইস্তিগ্‌ফার করা দরকার

আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি ইস্তিগ্‌ফার একটি বিশিষ্ট ইবাদাত। তার ফায়েদা ও ফযীলত অনেক। তার লাভ ও কল্যাণ একজন বান্দাহ্’র উপর দুনিয়া ও আখিরাতব্যাপী। আমরা এও জানতে পেরেছি, নবীগণ নিজেও ইস্তিগ্‌ফার করেছেন এবং নিজ উম্মতকেও তা করার আদেশ করেছেন। এর ফলাফলও আমরা একটু পর জানতে পারবো। তখন প্রত্যেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে এখন আমাকে কি ধরনের ইস্তিগ্‌ফার করতে হবে। যে ইস্তিগ্‌ফার করলে আল্লাহ্ তা’আলা আমার গুনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দিবেন। আমাকে উপরন্তু দয়াও করবেন ?!!

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল্-জামা’আত সর্বদা যে কোন ইবাদাত আল্লাহ্ তা’আলার নিকট কবুল হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত উল্লেখ করে থাকেন। যার একটি হচ্ছে যে কোন আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। অপরটি হচ্ছে তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী হতে হবে। এ ছাড়া তারা ইবাদাত বিশেষে কোন কোন ইবাদাতের সঙ্গে আরো কিছু শর্ত ও রুকন জুড়িয়ে দেন। তবে তা তাদের মনমতো নয় ; বরং তা একান্ত দলীল ভিত্তিক। তাই ইস্তিগ্‌ফার যখন একটি ইবাদাত তখন তা কবুল হওয়ার জন্য তা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। তাতে কোন শির্‌কী শব্দ থাকবে না। যেমন: কোন কবরবাসীর নিকট মাগ্‌ফিরাত কামনা করা। তেমনিভাবে তা কোন বিদ্’আত সংশ্লিষ্টও হতে পারবে না। যেমন: উক্ত ইস্তিগ্‌ফারের জন্য এমন কোন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। এমনকি তাতে হারাম কোন শব্দও থাকতে পারবে না। যেমন: এ কথা বলা:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন” |

এর পাশাপাশি ইস্তিগ্‌ফারের শব্দাবলী উচ্চারণের সময় এর মর্মবাণীও অনুধাবন করতে হবে। এমনকি উক্ত ইস্তিগ্‌ফার কোন গুনাহ্ সংশ্লিষ্ট হলে সে গুনাহ্’র কথাও স্মরণ করবে তাহলে ইস্তিগ্‌ফারের সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল বা নিজের উপর যুলম তথা গুনাহ্'র কাজ করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের কথা স্মরণ করে নিজেদের গুনাহ্'র জন্য ইস্তিগ্ফার করে"। (আলি-'ইমরান : ১৩৫)

আর যদি ইস্তিগ্ফার শুধু মুখেই হয়। মন দিয়ে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা না হয় অথবা ইস্তিগ্ফারের পাশাপাশি গুনাহ্'র কাজও চলতে থাকে, তাহলে সে ইস্তিগ্ফার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং কোন কোন বুযুর্গ এ জাতীয় ইস্তিগ্ফারকে গুনাহ্ বলেই গণ্য করেন, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভিন্নভাবে ইস্তিগ্ফার করতে হবে। এ জন্যই বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ

"গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্কারী যেন গুনাহ্ই করেনি। আর গুনাহ্রত অবস্থায় গুনাহ্ থেকে ইস্তিগ্ফারকারী তার প্রভুর সাথে একান্ত ঠাট্টাকারী"।[১]

ইস্তিগ্ফার যখন কোন ওয়াজিব ও ফরয কাজে অবহেলা কিংবা কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন করা হয়, তখন ইস্তিগ্ফার করার সময় মনেপ্রাণে উক্ত গুনাহ্'র কথা অবশ্যই স্মরণ করবে, তাহলে অন্তরে গুনাহ্'র যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে তাও দূর হয়ে যাবে।

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কেউ যদি মুখের ইস্তিগ্ফারের পাশাপাশি মনের অনুধাবনের সমন্বয় ঘটাতে না পারে, তবে সে লাগাতার অন্তরের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে উক্ত গুনাহ্টিও করছে না, তাহলে তাকে তা করতে নিষেধ করা হবে না। কারণ, গাফিলতির সহিত ইস্তিগ্ফার একেবারে ইস্তিগ্ফার না করার চাইতেও অনেক ভালো। কেননা, মুখ কোন জিনিস উচ্চারণে অভ্যস্ত হলে অন্তরও ধীরে ধীরে তা স্মরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এ জন্যই শয়তান কখনো কখনো কাউকে এ বলেও ধোঁকা দিতে পারে যে, যখন তোমার মন গাফিল, তখন মুখে ইস্তিগ্ফার করে কি ফায়েদা হবে। তখন সে ব্যক্তি মুখে ইস্তিগ্ফার করাও ছেড়ে দেয়। তা একেবারেই ঠিক নয়।

তাহলে বুঝা গেলো, সর্বদা ইস্তিগ্ফার করা একটি প্রশংসিত কাজ।

১ (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান, হাদীস ৬৭৮০)

কারণ, তা স্বকীয় একটি ভিন্ন ইবাদত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সর্বদা তার জানা-অজানা সকল গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করে। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে সর্বদা নিম্নোক্ত ইস্তিগ্ফার শিক্ষা দিতেন। যা নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا لَا أَعْلَمُ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট জেনেশুনে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং যা না জেনে করেছি তা থেকেও আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি"।[১]

১ (বুখারী/আল্-আদাবুল্-মুফ্রাদ্, হাদীস ৭১৬)

কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইস্তিগ্ফার করতে হয়

কোন ফরয বা ওয়াজিব কাজ ছাড়লে কিংবা কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে দ্রুত ইস্তিগ্ফার করতে হয়।

শায়খুল্-ইসলাম 'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্ফার যেমন হারাম কাজে লিপ্ত হলে করতে হয় তেমনিভাবে কোন ওয়াজিব কাজ ছাড়লেও ইস্তিগ্ফার করতে হয়। তবে দ্বিতীয়টি অনেক মানুষেরই অজানা ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ﴾ [غافر : ٥٥]

"কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য। আর তুমি নিজ ভুল-ভ্রান্তিগুলোর জন্য (তাঁর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করো। উপরন্তু সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো"। (গাফির/আল্-মু'মিন: ৫৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ﴾ [محمد : ١٩]

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর (তাঁর নিকট) নিজ ভুল-ত্রুটিগুলোর জন্য এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন"। (মুহাম্মাদ : ১৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا ﴾ [الفتح : ٢]

"যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আগের ও পরের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন এবং তোমার উপর তাঁর সকল নি'য়ামত পরিপূর্ণ করেন। আর তোমাকে (তাঁর) সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন"। (ফাত্হ: ২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ ۝٢ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ﴾ [هود : ٢-٣]

"(আলোচ্য কুর'আন এটা শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা"। (হূদ: ২-৩)

কুর'আন মাজীদে এ জাতীয় আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে সহজেই এ কথা বুঝা যায় যে, তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্ফার যেমন আদিষ্ট কোন কাজ তথা ফরয কিংবা ওয়াজিব ছাড়লে করতে হয়, তেমনিভাবে তা নিষিদ্ধ কোন কাজ সংঘটন করলেও করতে হয়। কারণ, মৌলিকভাবে এ দু'টোর উভয়টিই দোষ, অপরাধ ও গুনাহ্। বরং শরীর ও মনের সাথে সম্পর্কীয় ফরযসমূহ এবং ঈমান ও তাওহীদ পরিত্যাগ করা সর্ব সম্মতিক্রমেই বড় গুনাহ্।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কোন আদিষ্ট কাজ তথা ফরয কিংবা ওয়াজিব পরিত্যাগ করা নিশ্চয়ই বড় অপরাধ যে কোন হারাম কাজ করার চাইতে। কারণ, পরিত্যাগের মধ্যে তো ঈমান এবং তাওহীদও রয়েছে। যা পরিত্যাগ করলে যে কাউকে একেবারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে। যদিও সে কার্যগতভাবে অন্যান্য গুনাহ্ কমই করে থাকুক না কেন। যেমনঃ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দুনিয়াত্যাগী ইবাদতগুযার এবং হিন্দুদের সাধু-সন্ন্যাসীরা। কারণ, তারা সাধারণত কাউকে হত্যা করে না। কারোর উপর যুলুম ও কারোর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। তবে তারা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঈমান ও তাওহীদ পরিত্যাগ করেছে। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি খাঁটি ঈমানদার ও তাওহীদে বিশ্বাসী সে কখনো চিরন্তন জাহান্নামী নয়। যদিও সে অন্যান্য যে কোন গুনাহ্ করুক না কেন।

তবে এ কথা সঠিক যে, কেউ তাওহীদ ও ঈমান ছেড়ে কুফরি করলে তাকে কুফরির শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি কেউ ঈমান ও তাওহীদ ছেড়ে মনের হালাল চাহিদা তথা খানা, পানীয়, ক্ষমতা ও অন্যান্য দুনিয়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে ঈমান ও তাওহীদ ছাড়ারই শাস্তি দেয়া হবে। কুফরির জন্য নয়।

কেউ বলতে পারেন, কেউ ঈমান ও তাওহীদ ছাড়লে সে তো তা কুফরি

ও সন্দেহের কারণেই ছাড়লো। কারণ, মন বলতেই তো তা যে কোন জনের পূজা করবেই। চাই তা আল্লাহ্'র ইবাদত, না তো শয়তানের পূজা। উত্তরে বলতে হয়, শয়তানের আনুগত্য বা পূজা তো একটি ব্যাপক শব্দ। অতএব শয়তান যদি কাউকে ঈমান ও তাওহীদের বিপরীত কাজে ব্যস্ত করে দেয়, তাহলে সে অবশ্যই শয়তানের গোলাম বা পূজারী। যেমনিভাবে কেউ শয়তানের যে কোন ধরনের আনুগত্য করলেও তাকে শয়তানের পূজারী বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, পূজা সব এক ধরনের নয়। কারণ, মানুষ তো দু' প্রকার। ধর্ম পাগল ও দুনিয়া পাগল। অতএব শয়তান ধর্ম পাগলদেরকে শির্ক ও বিদ্'আতের আদেশ করে। যেমন সে তা করে থাকে মুশরিক, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে। তেমনিভাবে সে দুনিয়া পাগলদেরকে শারীরিক আরাম-আয়েশে ব্যস্ত থাকার আদেশ করে।

আবু বারযাহ্ আস্লামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

انَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِيْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى

"আমি যা তোমাদের উপর ভয় পাচ্ছি তা হলো: তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের অবৈধ চাহিদা মেটানো এবং খেয়ালখুশির ভ্রষ্টতা"।[১]

হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা নিজ ছাত্রদের সামনে নিম্নোক্ত হাদীসটি পড়ে শুনান, যা হলো:

انَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ، وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوْهُ

"প্রত্যেক আমলেরই এক ধরনের অদম্য প্রবলতা তথা ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতি রয়েছে এবং প্রত্যেক ঊর্ধ্বগতির পরেই আসে নিম্নগতি। যদি আমলকারী এরপরও উক্ত আমলের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তাহলে তার থেকে ভালো কিছুর আশা করা যায় তথা সে নেককার হিসেবেই

১ (আহ্মাদ, ১৯৭৮৭, ১৯৭৮৮, ১৯৮০৩ বায্যার, হাদীস ৩৮৪৪, ৪৫০৩ ত্বাবারানী, হাদীদ ৫১১)

বিবেচিত হবে। আর যদি সে এরপরও আমলের প্রথম পর্যায়ের ঊর্ধ্বগতি বহাল রেখে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সবাই তাকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখায়, তাহলে তোমরা নেককার ভাবো না”।[১]

হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর ছাত্ররা তাঁর মুখ থেকে উক্ত হাদীস শুনে তাঁকে বললো: আপনিও তো যখন হাট-বাজারে যান, তখনো তো মানুষরা আপনাকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখায়? তিনি বললেন: না। বরং আমি একজন বিদ্'আতী ও ফাসিক দুনিয়াদারকে বুঝাচ্ছি।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো: কোন ওয়াজিব কাজ ছাড়া ও কোন হারাম কাজ করা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ জন্যই কেউ কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে তাকে বলা হয়: তুমি আদেশ অমান্য করেছো। তেমনিভাবে কেউ তার স্ত্রীকে বললো: তুমি কখনো আমার কোন আদেশ অমান্য করলে তখন তুমি তালাকপ্রাপ্তা বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর সে তাকে কোন কাজ করতে নিষেধ করলে সে তা করে ফেললো। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এতে করে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা বলে বিবেচিত হবে। কারণ, প্রত্যেক নিষেধের মধ্যে একটি করে আদেশ লুক্বায়িত রয়েছে। কেউ কাউকে কোন কিছু করতে নিষেধ করা মানে সে তাকে উক্ত কাজটি না করার আদেশ করছে।

একদা খাযির (عليه السلام) মূসা (عليه السلام) কে বললেন:

﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧ – ٦٩]

“আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আর আপনি কিভাবেই-বা এমন বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবেন, যে বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না। (মূসা (عليه السلام)) বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করবো না”। (কাহ্ফ: ৬৭-৬৯)

খাযির (عليه السلام) বললেন:

﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٧٠]

১ (ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৩৪৯ ত্বাহাওয়ী, হাদীস ২৬৯, ১২৪২)

"আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তাহলে আপনি আমাকে একেবারেই কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন না; যতক্ষণ না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কোন কিছু বলি"। (কাহ্ফ: ৭০)

উক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞা এর পূর্বের আয়াতের আদেশের অধীন। তথা উক্ত নিষেধাজ্ঞার মাঝে একটি আদেশও লুক্বায়িত রয়েছে।

এভাবে মূসা (عليه السلام) একদা নিজ ভাইকে বললেন:

﴿ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذۡ رَأَيۡتَهُمۡ ضَلُّوٓاْ ٩٢ أَلَّا تَتَّبِعَنِۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِي ﴾

"হে হারুন! যখন তুমি দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো। তখন তুমি কেন আমার অনুসরণ করলে না। তুমি কি আমার আদেশটি অমান্য করলে?" (ত্বা-হা: ৯২-৯৩)

অথচ ইতিপূর্বে মূসা (عليه السلام) তাঁর ভাইকে বলেছিলেন:

﴿ ٱخۡلُفۡنِي فِي قَوۡمِي وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]

"তুমি আমার অনুপস্থিতিতে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের ব্যাপারে সংশোধন মূলক ব্যবস্থা নিবে। কখনো ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না"। (আ'রাফ: ১৪২)

উক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অধীন এর পূর্বের আয়াতের আদেশটুকু। তথা উক্ত নিষেধাজ্ঞার মাঝে একটি আদেশও লুক্বায়িত রয়েছে। এ জন্যই মূসা (عليه السلام) তাঁর নিষেধাজ্ঞাটিকেও আদেশ হিসেবেই ব্যক্ত করলেন।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাগণ সম্পর্কে বলেন:

﴿ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]

"যাতে (জাহান্নামে) মোতায়েন রয়েছে পাষাণ হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের ফিরিশ্তাগণ। যারা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে না। বরং তাঁদেরকে দেয়া আদেশ তাঁরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করেন"। (তাহ্রীম: ৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাগুলোও আদেশ আকারে লুক্বায়িত রয়েছে। তথা ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাগুলোও কখনো অমান্য করেন না।

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

"কাজেই যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশ অমান্য করছে তারা এ কথা ভেবে সতর্ক হোক যে, অচিরেই তাদেরকে কঠিন ফিতনা পেয়ে বসবে অথবা নেমে আসবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (নূর: ৬৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলোতে জড়িয়ে পড়লো সেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ অমান্য করলো। কারণ, প্রতিটি নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই তো একটি করে আদেশ লুক্কায়িত রয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (عليه السلام) সম্পর্কে বললেন:

﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١]

"আদম তার প্রভুর আদেশ অমান্য করে পথভ্রষ্ট হয়েছে"। (ত্বা-হা: ১২১)

অথচ ইতিপূর্বে আদম (عليه السلام) কে নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সরাসরি আদেশ নয়। তবে আদেশটি নিষেধের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের আরেকটি জায়গায় মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]

"আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যখন কোন কিছুর আদেশ করেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর এখতিয়ার থাকে না তা অমান্য করার। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে সত্যিই পথভ্রষ্ট"। (আহযাব: ৩৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিষেধও অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁদের আদেশের চাইতে তাঁদের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা একজন মু'মিনের জন্য আরো বেশি অত্যাবশ্যক।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

“যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করি, তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী করতে চেষ্টা করবে। তবে যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি, তখন তোমরা তা অবশ্যই বর্জন করবে”।[১]

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾

“যারা কাফির ও রাসূলের আদেশ অমান্যকারী, তারা সে দিন আশা করবে, তাদেরকে যদি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হতো!” (নিসা: ৪২)

আদেশ অমান্য করা “মা'সিয়াত” বা পাপ যেমনিভাবে নিষেধ অমান্য করাও পাপ। তবে আদেশ অমান্য করা ও নিষিদ্ধ কাজ করা প্রকাশ্য পাপী শুধু আদেশ অমান্য করার চাইতে।

নির্যাস কথা হচ্ছে এই যে, আদেশ ও নিষেধ অঙ্গাঙ্গি জড়িত। কেউ কোন কাজের আদেশ করা মানে এর উল্টোটা করতে নিষেধ করা। আবার কেউ কোন কাজ করতে নিষেধ করা মানে তার উল্টোটা করতে আদেশ করা। তবে আদেশ শব্দটি বেশি ব্যাপক। তাতে আদেশ-নিষেধ উভয়টিই রয়েছে। এরপরও গুরুত্বের কথা ভেবে নিষেধের জন্য ভিন্ন শব্দ তৈরি করা হয়েছে। তবে আদেশের সাথে নিষেধ উল্লেখ থাকলে আদেশটি আর ব্যাপক থাকে না।[২]

ইস্তিগ্ফার যদিও ফরয-ওয়াজিব ছাড়লে কিংবা হারাম কাজ করলে করতে হয়। তবুও ইস্তিগ্ফার বলতে সাধারণত হারাম থেকে ইস্তিগ্ফার করাকেই বুঝানো হয়। আর এ জাতীয় আয়াত ও হাদীস অনেক বেশি অন্যটির তুলনায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

“যে ব্যক্তি অসৎকাজ কিংবা নিজ আত্মার প্রতি যুলুম করে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়ালু পাবে”। (নিসা: ১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

---

১ (মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

২ (ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ১১/৬৭০-৬৭৫)

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

“আর যারা কোন অশ্লীল কাজ কিংবা নিজেদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করলে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে তাঁর নিকট নিজেদের গুনাহ্'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তো সকল গুনাহ্ ক্ষমাকারী। আর তারা জেনে শুনে নিজেদের অপকর্মের পুনরাবৃত্তি করে না”। (আলি 'ইমরান: ১৩৫)

ইস্তিগ্‌ফারের শব্দসমূহ

ইস্তিগ্‌ফারের অনেকগুলো শব্দ রয়েছে যার কোনটি বললেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত ও নির্দিষ্ট কিছু সময় নিয়ে কিছু ইস্তিগ্‌ফার পাওয়া যায় যা সে নির্দিষ্ট শব্দ ও সময় অনুযায়ী বলাই শ্রেয়। যা পরবর্তী আলোচনায় আসবে ইন্‌শাআল্লাহ।

নিম্নে হাদীসে বর্ণিত কিছু ইস্তিগ্‌ফার উল্লিখিত হয়েছে।

১. সায়্যিদুল ইস্তিগ্‌ফার। যা সব চাইতে উত্তম। যার শব্দগুলো নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই”।[১]

২. أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ

“আমি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি”।[২]

৩. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী একান্ত দয়ালু”।[৩]

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২)

২ (মুসলিম, হাদীস ১৩৬২)

৩ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১৪)

٤. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি"।[১]

٥. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। উপরন্তু তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি"।[২]

٦. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"হে আমার প্রভু! আপনি আমার সমূহ গুনাহ্, মূর্খতা ও সকল ব্যাপারে হঠকারিতা এবং আপনি যা আমার চেয়েও ভালো জানেন, তার সবকিছুই আমার জন্য ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, মূর্খতা ও রসিকতামূলক সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। এর সবই তো আমি করেছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনিই তো একমাত্র যে কাউকে আগিয়ে এবং পিছিয়ে দেন। আপনিই তো একমাত্র সবকিছু করতে সক্ষম"।[৩]

٧. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।[৪]

٨. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

---

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৯ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৭)

২ (মুসলিম, হাদীস ১১১৬)

৩ (বুখারী, হাদীস ৬৩৯৮)

৪ (বুখারী, হাদীস ১১৫৪)

"আমি সে সত্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি"।[১]

৯. غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ

"(হে প্রভু!) আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (হে প্রভু!) আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।[২]

১০. আর ইস্তিগ্ফার যদি অন্যের জন্য হয়। যেমন: মাতা-পিতার জন্য তাহলে বলবে: ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ ﴾ [نوح: ٢٨]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন"। (নূহ্: ২৮)

সকল মু'মিনের জন্য ইস্তিগ্ফার করতে গেলে বলবে:

﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ও আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ইতিপূর্বে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর আপনি আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে কোন হিংসা ও বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি অতি করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু"। ('হাশ্র: ১০)

তেমনিভাবে যে কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য বলতে পারেন: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِيْ "হে আল্লাহ্! আপনি আমার (অমুক) মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করুন"। অথবা বলবে: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ "হে আল্লাহ্! আপনি (অমুককে) ক্ষমা করুন ও দয়া করুন"। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত শব্দগুলো সরাসরি কুর'আন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। তবে এগুলোর অর্থ বহন করে এমন যে কোন শব্দ দিয়েও ইস্তিগ্ফার করা যেতে পারে। এরপরও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রমাণিত শব্দগুলো দিয়েই ইস্তিগ্ফার করা অতি উত্তম।

---

১ (ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৪৫৩৭ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৭৭১৭)

২ (ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ৩০৪১৫ বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান, হাদীস ৬৭০৮)

মনে রাখবেন, দোআ ও ইস্তিগ্ফারের সময় ”আপনি চাইলে”---এ রকম শব্দ বলবেন না। কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে একান্ত বেয়াদবি।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْـمَسْأَلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ

“তোমাদের কেউ এমন বলবে না: হে আল্লাহ্! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি চাইলে আমাকে দয়া করুন। বরং যা চাবে দৃঢ়ভাবে চাবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন কাজে বাধ্য করবে এমন কেউ নেই। (যখন তিনি একেবারেই স্বাধীন, তখন তিনি যা চাবেন, তাই করতে পারবেন” ।)[১]

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাবুত-তাওহীদে এ জাতীয় ভিন্ন একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন এ কথা বিশেষভাবে বুঝানোর জন্য যে, কেউ যদি বলে, ”হে আল্লাহ্! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।” তার এ জাতীয় কথা এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়াটা তার নিকট তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। সে তার প্রভুর প্রতি তেমন একটা মুখাপেক্ষী নয়। তার গুনাহ্ ক্ষমা হওয়া না হওয়ার প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এটি সত্যিই তাওহীদ বিরোধী। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোআ ও ইস্তিগ্ফারের ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহ দেখাতে বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার চাইতে বড় আর কেউ নেই। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছু চাইলে দৃঢ়ভাবে চাইতে বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাকে বাধ্য করার আর কেউ নেই।

১ [বুখারী, হাদীস ৬৩৩৯ মুসলিম, হাদীস ৬৯৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৪৮৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৫৪]

ইস্তিগ্ফারের ধরনসমূহ

কুর'আন ও সহীহ হাদীস খুঁজলে দেখা যায় ইস্তিগ্ফার দু' ধরনের:

১. ব্যাপক ইস্তিগ্ফার। যার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা করতেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

انْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْـمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"আমরা একই বৈঠকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে গনতে পারতাম। তিনি বলতেন: হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবাহ্ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী দয়ালু। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী ক্ষমাশীল"।[১]

তাই একজন মোসলমানের এমন অভ্যাস হওয়া উচিত যে, সে সকাল-সন্ধ্যা, একাকী-জনসম্মুখে তথা সর্বদা ইস্তিগ্ফার করবে। কারণ, ইস্তিগ্ফার করলে অন্তর পবিত্র হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে দ্রুত সম্পর্কের উন্নতি হয়। এরই মাধ্যমে একজন ইস্তিগ্ফারকারীর অন্তরে সর্বদা নেক কাজের বিশেষ আগ্রহ জন্ম নেয়। ইস্তিগ্ফারকারীর মুখখানা সর্বদা ভালো কথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

২. নির্দিষ্ট সময়ের ইস্তিগ্ফার। যা ক্ষেত্রভেদে নির্দিষ্ট শব্দ ও সংখ্যায় করতে হয়। কুর'আন ও সহীহ হাদীস খুঁজলে দেখা যায়। কিছু কিছু ইবাদত, সময় ও স্থান রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট শব্দে ইস্তিগ্ফার করতে হয়। যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৬ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪)

ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগ্‌ফার

কুর'আন ও সহীহ হাদীসে কয়েকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগ্‌ফার বর্ণিত হয়েছে যা ফিক্বহ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নিম্নে উল্লিখিত হলো।

১. পবিত্রতার ক্ষেত্রে ইস্তিগ্‌ফারঃ

ক. বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর ইস্তিগ্‌ফারঃ

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাথরুম থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ

غُفْرَانَكَ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।[১]

এ সময় ইস্তিগ্‌ফার করার কারণ এই যে, একজন মানুষ যখন বাথরুম সারার পর শরীরের বাড়তি ময়লা দূর হওয়ার দরুন নিজের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ করে, তখন তার উচিত নিজ গুনাহ্'র ময়লার কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা থেকে মুক্তি কামনা করা।

কেউ কেউ মনে করেন, এ সময় ইস্তিগ্‌ফার করার কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যে তার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা ও তা থেকে লাভবান হওয়া এবং শরীরে এর শক্তিটুকু ধারণ করে ময়লাটুকু বের করে দেয়া সহজ করে দিয়েছেন এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ কৃতজ্ঞতা করতে যে সে অক্ষম সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা।

খ. ওযুর পর ইস্তিগ্‌ফারঃ

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابَعٍ ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি ওযু শেষ করে বললোঃ ... سُبْحَانَكَ যার অর্থঃ হে আল্লাহ্!

---

১ (আবুদাউদ, হাদীস ৩০ তিরমিযী, হাদীস ৭ ইব্‌নু মাজাহ, হাদীস ৩০০)

আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা বিশেষ মোহর মেরে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে ঠিক একেবারে আর্‌শের নিচে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত আর খোলা বা ভাঙ্গা হয় না"।[১]

২. নামাযের ক্ষেত্রে ইস্তিগ্ফার:

নামাযের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি জায়গায় ইস্তিগ্ফার বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক. মসজিদে ঢুকা ও তা থেকে বের হওয়ার সময় ইস্তিগ্ফার:

ফাত্বিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: بِسْمِ اللهِ ... যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে মসজিদে প্রবেশ করছি। সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরোজাগুলো খুলে দিন। আর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন: بِسْمِ اللهِ ... যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি। সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের (রিযিকের) দরোজাগুলো খুলে দিন"।[২]

খ. নামাযের শুরু, মাঝ ও শেষের ইস্তিগ্ফার:

একজন মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে নামাযের শুরু, মাঝ ও শেষের

---

১ (নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস ৯৮৩১)

২ (আহ্মাদ, হাদীস ২৬৪৫৯, ২৬৪৬০, ২৬৪৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩১৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৭১)

দিকে ইস্তিগ্ফার করবে। নিম্নে ইস্তিগ্ফারের ধরনগুলো বর্ণনা করা হলো:

নামাযের শুরুর ইস্তিগ্ফার:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর ও ক্বিরাতের মাঝখানে একটু থামতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি তাকবীর ও ক্বিরাতের মাঝখানে একটুখানি চুপ থাকেন। তখন আপনি কি বলেন? তিনি বলেন:

أَقُوْلُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"আমি তখন বলি: ...**اللَّهُمَّ بَاعِدْ** যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমি ও আমার গুনাহ্'র মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যতটুকু দূরত্ব বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন, যেমনিভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্গুলোকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে একেবারেই ধুয়ে ফেলুন"।[১]

উক্ত দো'আতে ইস্তিগ্ফার শব্দ না থাকলেও তা মূলতঃ ইস্তিগ্ফারের মর্মবাণীটুকু ধারণ করে আছে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের শুরুতে বলতেন:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৭ মুসলিম, হাদীস ২৭০২)

الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"আমার চেহারা সেই সত্তার দিকে ফিরিয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি চেহারা ফিরাচ্ছি একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে। আমি কোনভাবেই মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু সবই সর্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। এ তাওহীদের আদেশই আমাকে করা হয়েছে। আর আমি একজন মোসলমান। হে আল্লাহ্! আপনি সকল কিছুর মালিক। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি আমার প্রভু। আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর প্রচুর যুলুম করেছি। আমি নিজের পাপগুলো স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া ক্ষমা করার তো আর কেউ নেই। আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দিন। আপনি ছাড়া আর কেউই তো আমাকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দিতে পারে না। খারাপ চরিত্রগুলো আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউই তো আমার খারাপ চরিত্রগুলো দূর করতে পারে না। আপনার ডাকে সর্বদা আমি উপস্থিত এবং তা করতে পেরে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে। কোন অকল্যাণের দায়ভার আপনার উপর নেই। আমি আপনার দয়ায় টিকে আছি। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। আপনি বরকতময় সুমহান। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি"।[১]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাত্রের নামায শুরু করতেন, তখন দশবার "আল্লাহু আকবার", দশবার "সুব'হানাল্লাহ্", দশবার "আল্'হামদুলিল্লাহ্", দশবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ও দশবার "আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্" বলতেন। এরপর বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হিদায়েত দিন। রিযিক দিন

১ (মুসলিম, হাদীস ১৮৪৮)

এবং সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আমি কিয়ামতের দিনের সঙ্কটময় অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করছি"।[১]

নামাযের মাঝে ইস্তিগ্ফার:

রুকু'-সিজ্দাহ্'র ইস্তিগ্ফার:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু' ও সিজ্দায় নিম্নোক্ত দো'আটি বেশি বেশি পড়তেন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূলতঃ উক্ত ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশই বাস্তবায়ন করছিলেন। যা তাঁকে নিম্নোক্ত আয়াতে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ﴾ [النصر: ٣]

"অতএব, তুমি নিজ প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা ও ইস্তিগ্ফার করো। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী"।[২]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু' ও সিজ্দায় বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। ছোট-বড়, আগের-পরের ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য"।[৩]

দু' সিজ্দাহ্'র মধ্যকার ইস্তিগ্ফার:

মূলতঃ এ জায়গার ইস্তিগ্ফার ওয়াজিব।

'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১ (নাসায়ী, হাদীস ১৫৯৯ আবু দাউদ, হাদীস ৭৬৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৩৫৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৯৯৪৮)

২ (বুখারী, হাদীস ৮১৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

৩ (মুসলিম, হাদীস ৪৮৩)

এর সাথে নামায পড়ার সময় তাঁকে দু’ সিজ্দাহ্’র মাঝখানে নিম্নোক্ত দো’আ বলতে শুনেছেন: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”।[১]

’আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু’ সিজ্দাহ্’র মাঝখানে বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

“হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আমার ঘাটতিগুলোকে পূর্ণ করে দিন। আমাকে হিদায়েত দিন ও আমাকে রিযিক দিন”।[২]

নামাযের সালামের আগে ইস্তিগ্ফার:

আবু মূসা আশ্’আরী (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালামের আগে বলতেন:

اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনিই তো আমার একান্ত মা’বূদ। আপনি ছাড়া আমার আর সত্য কোন মাবূদ নেই”।[৩]

’আলী বিন্ আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দো’আটি সর্বশেষ তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানে পড়তেন, তা হলো:

اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ও হঠকারিতা এবং যা আপনিই আমার চাইতে ভালো জানেন সবই ক্ষমা

---

১ (আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৪ নাসায়ী, হাদীস ১০৬৯, ১১৪৫, ১৬৬৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৮৯৭)

২ (তিরমিযী, হাদীস ২৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৪৫)

৩ (মুসলিম, হাদীস ১৮৪৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৪২২)

করুন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পশ্চাৎপদক। আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই”।[১]

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে একদা বলেন: হে রাসূল! আপনি আমাকে এমন দো'আ শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাযে পড়তে পারি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি বলো:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

“হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করে ফেলেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি নিজ দয়ায় আমাকে ক্ষমা ও মেহেরবানি করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু”।[২]

নামাযের পরের ইস্তিগ্ফার:

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামায থেকে সালাম ফিরাতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনবার “আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্” বলতেন তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতেন। এরপর বলতেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“হে আল্লাহ্! আপনিই তো একমাত্র শান্তিদাতা এবং সকল প্রকার শান্তি তো আপনার পক্ষ থেকেই আসে। আপনিই তো এক বরকতময় সত্তা। হে মহীয়ান! হে গরীয়ান”![৩]

হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী ওলীদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: 'আল্লামাহ্ আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো: নামাযের শেষে ইস্তিগ্ফার কিভাবে করবে? তিনি বললেন: বলবে: “আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্” “আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্”।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩১৭ মুসলিম, হাদীস ৭৬৯)

২ (বুখারী, হাদীস ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৭, ৭৩৮৮ মুসলিম, হাদীস ৭০৪৪ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৩১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৩৫)

৩ (আহ্মাদ, হাদীস ২২৪৬১ মুসলিম, হাদীস ১৩৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩০০)

গ. ইস্তিস্ক্বার নামাযে ইস্তিগ্ফারঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ ﴾

"নূহ্ (আলাইহিস্ সালাম) বললেন: আমি একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছি: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন"। (নূহ্ : ১০-১১)

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, ইস্তিগ্ফার বৃষ্টি পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম। এ জন্যই আয়াতটিতে বৃষ্টির জন্য ইস্তিগ্ফারের বেশি আর কিছুই করতে বলা হয়নি। সাহাবায়ে কিরামও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা ইস্তিস্ক্বার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বারে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেদের গুনাহ্'র জন্য ক্ষমা চাইলেন। এর বেশি তিনি আর কিছুই করলেননা। তখন অন্যরা বললেন: হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি তো ইস্তিস্ক্বা করেননি তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বৃষ্টি কামনা করেননি। উত্তরে তিনি বললেন: আমি আমার প্রভুর নিকট এমন মাধ্যম ধরে বৃষ্টি কামনা করেছি যে মাধ্যম ধরলে বৃষ্টি নিশ্চিত অবতীর্ণ হয়।[১]

ঘ. জানাযার নামাযে ইস্তিগ্ফারঃ

আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। তখন আমি তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করেছি:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ واعْفُ عَنْهُ وأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْـمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْـخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْـجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

---

১ (ফাত্হুল-বারী: ১১/৯৮)

"হে আল্লাহ্! আপনি তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আশঙ্কামুক্ত রাখুন। তার গুনাহ্গুলো মাফ করে দিন। সম্মানজনক আপ্যায়ন করুন। জায়গাটুকু প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাকে পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার করেন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। তাকে এমন বাসস্থান দিন যা পূর্বের বাসস্থানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন পরিবার দিন যা পূর্বের পরিবার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন স্ত্রী দিন যে পূর্বের স্ত্রীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। তাকে জান্নাত দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"।[১]

৬. ধর্মীয় যে কোন বক্তব্যের শুরুতে ইস্তিগ্‌ফার:

উক্ত ইস্তিগ্‌ফার সংবলিত খুতবার নাম খুতবাতুল-'হাজাহ্। একজন মোসলমানের উচিত এ খুতবার মাধ্যমে তার যে কোন বক্তব্য বা আলোচনা শুরু করা। যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন এবং তাঁর নিকট নিজ গুনাহ্'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও হিদায়াত কামনা। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তাওহীদ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য। খুৎবাটি নিম্নরূপ:

انَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা তাঁর নিকট নিজ আত্মার অনিষ্ট এবং নিজ কর্মের কুফল থেকে আশ্রয় কামনা করছি। যাকে তিনি হিদায়াত দিয়ে থাকেন, তাকে আর কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আমাদের সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য

১ (মুসলিম, হাদীস ২২৭৬, ২২৭৮ নাসায়ী, হাদীস ১৯৮৩, ১৯৮৪)

দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ্ ও একান্ত রাসূল”।[১]

৩. হজ্জের ক্ষেত্রে ইস্তিগ্ফারঃ

একজন হাজীর জন্য হজ্জরত অবস্থায় সর্বদা ও সর্ব জায়গায় বিশেষ করে মিনা, আরাফাত ও মুয্দালিফায় ইস্তিগ্ফার করা সুন্নাত। তবে হজ্জের শেষাংশে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾

“যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে তখন মাশ্'আরুল-'হারামের নিকট আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করবে। তোমরা তাঁকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেভাবে স্মরণ করতে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। মূলতঃ তোমরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতঃপর তোমরা সে দিক দিয়ে ফিরবে যে দিক দিয়ে অন্যান্যরা ফিরে আসে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু”। (বাক্বারাহ্: ১৯৮-১৯৯)

আমরা দেখতে পাচ্ছি, শরীয়তে অধিকাংশ ইবাদাতের শুরু ও শেষে ইস্তিগ্ফারের বিধান রাখা হয়েছে। যার নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণ হতে পারে:

ক. একজন মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন তার ইবাদাতে কিছু না কিছু ঘাটতি থেকেই যায়। পরিপূর্ণরূপে ইবাদাত করা তার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। আর উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্যই ইস্তিগ্ফারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খ. একজন মানুষ যখন ইবাদাতের শুরু ও শেষে ইস্তিগ্ফার করে তখন তার মধ্যে এ অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত থাকে যে, বান্দা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত যেমনিভাবে করা উচিত ছিল, তা সঠিকভাবে আদায় করা হচ্ছে না। আর এ বিশেষ অনুভূতিটুকু বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। যা তার জন্য সর্বদা একমাত্র

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২০৪৫ তিরমিযী, হাদীস ১১০৫ নাসায়ী, হাদীস ৩২২৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৯২)

কল্যাণই বয়ে আনে। আর এরই মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এ জাতীয় মানুষ সুন্নাত, মুস্তাহাব, ফযীলতপূর্ণ ও কল্যাণের কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। তাদেরকে দেখা যাবে ফরয নামাযের পর সুন্নাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, নির্ধারিত যাকাত আদায়ের পর নফল সাদাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, মাতা-পিতার প্রয়োজনীয় সেবার পর সর্বদা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকতে। এভাবেই যখন সে ওয়াজিব ও ফরয আদায়ের পর ইস্তিগ্ফার করবে, তখন তার এ নিষ্কলুষ ইস্তিগ্ফার তাকে নেক ও কল্যাণের কাজের দিকে ধাবিত করবে। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি ইস্তিগ্ফার করবে না অথবা করলেও তা নিষ্ঠার সাথে ও এর নিগূঢ় মর্ম বুঝে করবে না, তার অন্যান্য নেক কাজে অক্ষমতা ও ফরয-ওয়াজিব আদায়ে অলসতা আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। বরং এ জাতীয় মানুষ কখনো নফল এবং সুন্নাত আদায়ের ফিকিরই করে না।

গ. বিশেষভাবে একজন বান্দাকে যে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে তা হচ্ছে, শয়তান যেন কোনভাবেই তাকে ঘায়েল করতে না পারে। কারণ, একজন বান্দা যখন কোন নেক আমল করে, তখন শয়তান তার ভেতর অহঙ্কার ও আমিত্ববোধ জন্ম দিয়ে তার আমলটুকু ধ্বংস করে দিতে চায়। আর নেক আমলের পর ইস্তিগ্ফার তার মধ্যে এ জাতীয় মনোভাব কখনো স্থির হতে দেয় না। বরং সে নিজকে ছোট মনে করে এবং তার আমলকে অতি সামান্যই মনে করে। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে, সে যে তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিছুই করতে পারেনি তা মনেপ্রাণে অনুভব করবে। তখন সে আমল নিয়ে গর্ব না করে বরং তাতে সংঘটিত ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা কামনা করবে। সে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট লাঞ্ছিত মনে করে সজল নয়নে তাঁর নিকট ক্ষমা ও দয়া কামনা করবে। তাই এ জাতীয় মানুষ অন্যদের সামনেও বিনম্র হবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সহজেই ক্ষমা করবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দেয়।

অন্যের জন্য ইস্তিগ্ফার

ইস্তিগ্ফার যখন ইবাদত তখন তা যে কারোর জন্যই হতে পারে। বড়-ছোট, জীবিত-মৃত, ধনী-গরিব সবার জন্যই।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ﴾ [محمد: ١٩]

"তুমি নিজ ভুলত্রুটির জন্য এমনকি দুনিয়ার সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য সর্বদা ইস্তিগ্ফার করো"। (মুহাম্মাদ: ১৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে আদেশ করলে তাঁর উম্মতের জন্য ইস্তিগ্ফার করতে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

﴿ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ﴾ [النساء: ٦٤]

"আর যদি তারা নিজেদের উপর যুলুম তথা গুনাহ্ করার পরপরই তোমার নিকট এসে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তাহলে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেতো"। (নিসা': ৬৪)

এভাবে ইস্তিগ্ফার জীবিত-মৃত উভয়ের জন্যই হতে পারে।

জীবিতের জন্য ইস্তিগ্ফার:

একজন মোসলমানের উচিত, যে কোন কারণে-অকারণে অন্য মোসলমান ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ ﴾ [ال عمران: ١٥٩]

"তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। এমনকি যে কোন ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করো"। (আলি-'ইমরান: ১৫৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ [الفتح: ١١]

"ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (ফাত্হ: ১১)

তিনি আরো বলেন:

﴿ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

"তুমি তাদের যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (নূর: ৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢]

"অতএব তুমি তাদের বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (মুম্তা'হিনাহ্:১২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥]

"যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো, তোমাদের জন্য আল্লাহ্'র রাসূল তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা মুড়িয়ে নেয়। আর তুমি তখন তাদেরকে দেখবে সদম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিতে"। (মুনাফিক্বুন: ৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥]

"আর ফিরিশ্তাগণ তাঁদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (শূরা: ৫)

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইয়েমেনের অধিবাসী উওয়াইস ক্বারনীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার নিকট নিজের জন্য ইস্তিগ্‌ফার কামনা করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন:

... لَهُ وَالِدَةٌ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ...

"সে তার মায়ের বিশেষ সেবাকারী। সে যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি কোন ব্যাপারে কসম খায়, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কসমকে সত্যিই বাস্তবায়িত করেন। তোমার পক্ষে তার ইস্তিগ্‌ফার পাওয়া সম্ভব হলে তা করিয়ে নিও। ... অতঃপর একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উওয়াইস ক্বারনীকে পেয়ে গেলে তার কাছে নিজের জন্য ইস্তিগ্‌ফার কামনা করলে সে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করে"।[১]

তেমনিভাবে একজন মোসলমান যখন অন্য কোন মোসলমান ভাইয়ের নিকট খানা খায়, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মেজবানের জন্য দো'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করতে আদেশ করেন।

'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাদের মেহমান হলে আমরা তাঁর নিকট কিছু খানা ও ওয়াত্ববাহ্‌ বা 'হাইস্‌ নামক একটি বিশেষ খাদ্য (যা খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে তৈরি) পেশ করলে তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। ... অতঃপর আমার পিতা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন: আমাদের জন্য একটু দো'আ করুন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ

"হে আল্লাহ্‌! তাদের রিযিকে বরকত দিন এবং তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন"।[২]

মুহাম্মাদ্‌ বিন্‌ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্‌) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাত্রি বেলায় কিছুক্ষণের জন্য বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি বললেন: "হে আল্লাহ্‌! আপনি

---

১ (মুসলিম, হাদীস ৬৬৫৬)

২ (মুসলিম, হাদীস ৩৮০৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৩১ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৬)

আমাকে, আমার মাকে এবং যারা আমাদের উভয়ের জন্য আপনার নিকট ইস্তিগ্ফার করবে তাদেরকেও ক্ষমা করুন। মুহাম্মাদ্ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমরা আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করবো, তাহলে আমরাও সাহাবী আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দো'আর অংশীদার হতে পারবো।[১]

বকর বিন্ আব্দুল্লাহ্ আল-মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যদি কোন ব্যক্তি মিস্কীনের মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এ কথা বলে যে, তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করো, তাহলে সে সত্যিই উচিত কাজটিই করে। আর যে ব্যক্তির গুনাহ্ এতো বেশি যে, সে তা কখনো গণনা করেও শেষ করতে পারবে না, তাহলে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানানুযায়ী তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাতো সবই জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦]

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন (কিয়ামতের দিন) সবাইকে উত্থিত করবেন তখন তিনি সবাইকে তাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত করবেন। তিনি তো সব হিসাব করেই রেখেছেন ; অথচ তারা ভুলে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী"। (মুজাদালাহ্: ৬)

মৃতের জন্য ইস্তিগ্ফার:

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে কয়েকটি জায়গায় মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তিগ্ফার করার বিধান রাখা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য ইস্তিগ্ফার:

উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ... যখন আবু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যু বরণ করলেন, তখন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে জানালাম: আবু সালামাহ্ তো মৃত্যু বরণ করেছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

১ (বুখারী/আল-আদাবুল-মুফ্রাদ: ৩৭)

আমাকে বললেন: قُوْلِيْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ
“তুমি বলো: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন”।[১]

মৃতের জন্য জানাযার নামাযে ইস্তিগ্ফার:

মৃতের জন্য জানাযার নামাযে ইস্তিগ্ফারের ব্যাপারটি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যার দু’ তিনটি নিম্নরূপ:

’আব্দুর রহ্মান বিন্ ’আউফ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। তখন আমি তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দো’আটি মুখস্থ করেছি:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ واعْفُ عَنْهُ وأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

“হে আল্লাহ্! আপনি তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আশঙ্কামুক্ত রাখুন। তার গুনাহ্গুলো মাফ করে দিন। সম্মানজনক আপ্যায়ন করুন। জায়গাটুকু প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার করেন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। এমন বাসস্থান দিন যা পূর্বের বাসস্থানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন পরিবার দিন যা পূর্বের পরিবার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন স্ত্রী দিন যে পূর্বের স্ত্রীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। তাকে জান্নাত দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন”।[২]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়াতে গিয়ে নিম্নোক্ত দো’আটি পড়েছেন:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا،

১ (মুসলিম, হাদীস ২১৬৮ আহ্মাদ, হাদীস ২৬৫৪০ তিরমিযী, হাদীস ৯৭৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪৪৭)

২ (মুসলিম, হাদীস ২২৭৬, ২২৭৮ নাসায়ী, হাদীস ১৯৮৩, ১৯৮৪)

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ،
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়ো, পুরুষ-মহিলা সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিতদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যকার মৃতদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্টও করবেন না”।[১]

ওয়াসিলা বিন্ আস্ক্বা’ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাদেরকে সাথে নিয়ে জনৈক মোসলমানের জানাযার নামায পড়াতে গেলে আমি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনতে পাই:

... اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

“অতএব হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা ও দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু”।[২]

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ইস্তিগ্ফারঃ

কোন মোসলমানকে দাফন করার পর তার জন্য সকলে ইস্তিগ্ফার করা মুস্তাহাব।

’উস্মান বিন্ ’আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে শেষ করতেন, তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন:

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“তোমরা নিজ মোসলমান ভাইয়ের জন্য ইস্তিগ্ফার করো এবং তার

---

১ (আহ্মাদ, হাদীস ৮৭৯৫, ২২৬০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩২০১ তিরমিযী, হাদীস ৩২০৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪৯৮)

২ (ত্বাবারানী, হাদীস ১৭৬৭৫ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৭)

জন্য স্থিরতা কামনা করো। কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে”।[১]

মৃত মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগ্ফারঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! কেন আমার সম্মান বেড়ে গেলো? তখন তাকে এ বলে উত্তর দেয়া হবেঃ

وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ

“তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তিগ্ফার করেছে তাই”।[২]

১ (আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৩ বায্যার, হাদীস ৪৪৫)

২ (বুখারী/আদাবুল-মুফ্রাদ, হাদীস ৩৬)

কিছু বিশেষ সময় ও জায়গায় ইস্তিগ্ফার

১. বিজয়ের সময় ইস্তিগ্ফার:

মোসলমানরা যখন কোন নতুন এলাকা স্বাধীন করে অথবা নিজেদের হৃত ভূমি পুনরোদ্ধার করে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিজেদের শত্রুর উপর বিজয় দান করেন তখন তাদের উচিত হবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا﴾

"যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় নেমে আসবে এবং মানুষদেরকে দেখবে দলে দলে আল্লাহ্'র দীনে প্রবেশ করতে, তখন তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা ও ইস্তিগ্ফার করো। নিশ্চয়ই তিনি সত্যিই তাওবা কবুলকারী"। (নাস্র: ১-৩)

২. দিনের শুরু ও শেষে ইস্তিগ্ফার:

একজন মোসলমানের উচিত দিনের শুরু ও শেষ বেলায়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করা।

শাদ্দাদ বিন্ আউস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، مَنْ قَالَ مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"সায়্যিদুল ইস্তিগ্ফার হচ্ছে, বান্দাহ্ এভাবে বলবে যে, اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ... যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার

কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি দিনের বেলায় পড়েই সে সন্ধ্যার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি রাতের বেলায় পড়েই সে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সেও জান্নাতী"।[১]

ঘুমের সময়কার ইস্তিগ্‌ফার:

একজন মোসলমানের উচিত প্রতি দিন রাত্রি বেলায় শোয়ার সময় নিজ স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করা। কারণ, (আল্লাহ্ তা'আলা না করুক) যদি এ ঘুমেই তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তার শেষ আমলটুকু ইস্তিগ্‌ফার হিসেবেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঠে যাবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللهَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيْ! بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

"যখন তোমাদের কেউ শুতে যাবে, তখন সে যেন বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তার নিম্নবসনের ভেতরের ভাগ দিয়ে তার বিছানাটুকু ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না, সে বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার বিছানায় কি বা কারা অবস্থান করেছে। আর শোয়ার সময় সে যেন ডান কাত হয়ে শোয় এবং

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২)

বলে: ...سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামেই তা উঠাবো। আপনি যদি আমার রূহ্‌কে আটকে রাখেন তথা আমি মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর আপনি যদি আমার রূহ্‌কে ফেরৎ দিয়ে দেন, তাহলে আপনি উহাকে হিফাজত করুন যেমনিভাবে আপনি হিফাজত করে থাকেন আপনার নেক বান্দাহ্‌দেরকে"।[১]

রাত্রের শেষ সময়কার ইস্তিগ্‌ফার:

একজন মোসলমানের উচিত, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করা। কারণ, সে সময়টুকু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাহ্‌দের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَٱلۡمُسۡتَغۡفِرِينَ بِٱلۡأَسۡحَارِ ﴾ [آل عمران : ١٧]

"যারা শেষ রাতে ইস্তিগ্‌ফারকারী। (আলি 'ইমরান : ১৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨ ﴾

"তারা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষ রাতে ইস্তিগ্‌ফার করে"।

(যারিয়াত : ১৭-১৮)

জনৈক ব্যাখ্যাকারী বলেন: তাঁরা ইতিপূর্বে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়েছেন। যখন শেষ রাত হয়েছে, তখন তাদেরকে ইস্তিগ্‌ফারের আদেশ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠে বলতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ

১ (মুসলিম, হাদীস ৭০৬৭)

أَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ্ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশ, পৃথিবী ও তাতে যা রয়েছে সব কিছুর জন্যই আলো স্বরূপ। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশ, পৃথিবী ও তাতে যা রয়েছে সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি সত্য। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার কথা সত্য। আপনার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নামও সত্য। কিয়ামত সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য। হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই মোসলমান হয়েছি। আপনার উপর ভরসা করেছি। আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার দিকেই ফিরে এসেছি। আপনার জন্য দ্বন্দ্ব করছি এবং আপনার কাছেই বিচারের জন্য ধরনা দিয়েছি। সুতরাং আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পশ্চাৎকারী। আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই"।[১]

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ

১ (বুখারী, হাদীস ৪৯৬৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

"যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় ঘুম থেকে জেগে বললো: ...لَا إِلَهَ যার অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। এমনকি তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। খারাপ কাজ থেকে বাঁচার ক্ষমতা ও নেক কাজের তাওফীক্ব একমাত্র তিনিই দিয়ে থাকেন। অতঃপর সে বললো: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন অথবা যে কোন দো'আ করলো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করবেন। আর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তাহলে তার নামাযও কবুল করা হবে"।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে বলতে থাকেনঃ তোমরা কে আছো আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। তোমরা কে আছো আমার কাছে কিছু চাবে, আমি তাকে তা দান করবো। তোমরা কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো"। [২]

---

১ (বুখারী, হাদীস ১১৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩৪১৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭৮)

২ (বুখারী, হাদীস ১১৪৫ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮ আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৫ তির্মিযী, হাদীস ৩৪৯৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৩৬৬ মালিক, হাদীস ৩০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) রাত্রের নামায পড়ে নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ্) কে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে নাফি'! সেহরীর টাইম হয়েছে? যখন নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) বলতেন: সেহরীর টাইম হয়েছে তখন তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত দো'আ ও ইস্তিগ্ফারে লেগে যেতেন।

'হাত্বিব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা সাহ্রীর সময় মসজিদের কোণ থেকে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আদেশ করলে আমি তা মান্য করি। তাই এ সেহরীর সময় আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমাদেরকে একদা তাহাজ্জুদের পর বিশেষ করে শেষ রাতের দিকে অন্তত সত্তরবার ইস্তিগ্ফার করতে আদেশ করা হতো।[১]

৩. যে কোন মজলিসের শেষে ইস্তিগ্ফার :

শরীয়তে যে কোন মজলিসের শেষেও ইস্তিগ্ফারের বিধান রাখা হয়েছে। তাহলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত যে কোন গুনাহ্ বা অপরাধের জন্য তা কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ

"কেউ কোন মজলিসে বসে অযথা বেশি কথা বলে ফেললে যদি সে উক্ত মজলিস থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে ...سُبْحَانَكَ :যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর সত্য কোন মা'বূদ নেই। উপরন্তু আমি আপনার

১ (ইব্নু কাসীর/তাফসীর ১/৩৫৩)

নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি। তা হলে উক্ত মজলিসে তার পক্ষ থেকে অযথা যা কিছু হয়েছে, তা তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে”।[১]

৪. শেষ বয়সে ইস্তিগ্ফারঃ

বার্ধক্য বয়সে একজন মোসলমানের অবশ্যই বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করা উচিত। কারণ, বয়োবৃদ্ধির দরুন একজন মোসলমান যখন এ কথা মনে করে যে, আর বেশি দিন বাঁচবো না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের জন্য তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিতে হবে যে, সে গুনাহ্ থেকে একেবারেই মুক্ত, আর সে কোন দোষ করছে না এবং গুনাহ্'র বোঝা আর সে বাড়াচ্ছে না। অধিক নেকি সঞ্চয়কারী। তার ঘাড়ে কারোর প্রতি কোন ধরনের যুলুমের বোঝা নেই। কারণ, এ কথা সবার জানা আছে যে, মানুষ বলতে সে মূর্খ, পাপী ও যালিম। সুতরাং এমতাবস্থায় তাকে অবশ্যই বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করতে হবে সেই সত্তার নিকট যিনি মানুষের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করেন ও দোষগুলো লুকিয়ে রাখেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবাগণের সঙ্গে বসাতেন। তখন তাঁদের কেউ কেউ তা ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা বললেন: এ কেন আমাদের সঙ্গে বসবে ; অথচ সে আমাদের ছেলের বয়সের। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: এটা তো তোমাদের একান্ত নিজস্ব ধারণা। তোমরা অচিরেই জানবে আমি কেন তাকে তোমাদের সাথে বসাচ্ছি। অতঃপর তিনি একদা আমাকে ডেকে তাঁদের সাথে বসালেন। পরিশেষে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার অবস্থান দেখানোর জন্যই সেদিন আমাকে ডেকেছিলেন। তিনি তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন: সূরা নাস্র সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? উত্তরে তাঁদের কেউ কেউ বললেন: উক্ত সূরায় আমাদেরকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমরা ইসলামের বিজয় দেখতে পাবো তখন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর নিকট ইস্তিগ্ফার করি। আর কেউ কেউ চুপ থাকলেন। কিছুই বলেননি। অতঃপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি কি উক্ত সূরা সম্পর্কে এমনই ধারণা করো? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম: উক্ত সূরায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর

---

১ (আহ্মাদ, হাদীস ১০৪২০ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৩)

সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইসলামের বিজয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর আলামত বহন করে। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমিও তাই ধারণা করছি।[১]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সূরা নাস্র নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কোন নামায পড়েননি যেখানে বলেননি:

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"হে প্রভু! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অতএব, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।[২]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্বে আমার বুকে ঠেস লাগিয়ে বললেন যা আমি অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম। তিনি বলেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন এবং আমাকে উপরের বন্ধুদের (ফিরিশ্তাদের) সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন"।[৩]

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কেউ কি বলতে পারে, এই যে আমার আয়ু শেষ হয়ে গেলো। মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো। তখন সে বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করবে।

এর উত্তরে আমরা বলবো: সত্যিই দুনিয়ার কেউই তার মৃত্যুর সময়টি সঠিকভাবে জানেনা। কারণ, এটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ জ্ঞান। তিনি তা তাঁর না কোন নিকটতম ফিরিশ্তাকে জানিয়েছেন না কোন নবী-রাসূলকে। তবে এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মাঝে এমন কিছু আলামত দিয়েছেন যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবে যে, তার মৃত্যু অতি সন্নিকটে। তাই সময় থাকতেই সে যেন তার মৃত্যুর জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যায়। আলামতগুলো নিম্নরূপ:

---

১ (বুখারী, হাদীস ৪২৯৪ তিরমিযী, হাদীস ৩২৮৫)

২ (আহ্মাদ্, হাদীস ২৫৯৭০ ইব্নু 'হিব্বান, হাদীস ৬৪১২ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৮৪৭)

৩ (বুখারী, হাদীস ৫৬৭৪ মালিক, হাদীস ৫৬৪ ইব্নু 'হিব্বান, হাদীস ৬৬১৮ নাসায়ী, হাদীস ১০৯৩৪ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৯৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬১৯)

১. যে কারোর বয়স ৬০ বা ৭০ বছরে উপনীত হওয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً

“আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির কোন ওযর অবশিষ্ট রাখেননি যার বয়স ষাট বছর হয়েছে”।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

اعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ

“আমার উম্মতের গড় বয়স হবে ষাট থেকে সত্তর বছর। তবে তাদের মধ্যকার খুব কম সংখ্যক মানুষই এ বয়স অতিক্রম করবে”।[২]

২. মাথার চুল পেকে যাওয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]

“আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু বয়স দেইনি যে, তাতে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তা করতে পারতো। উপরন্তু তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিলো”। (ফাত্বির: ৩৭)

সাল্ফে সালিহীনদের অনেকেই উক্ত আয়াতে সতর্ককারী বলতে চুল পেকে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন।

৩. কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া:

কেউ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে (যে রোগ থেকে ভালো হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই) এবং তার কোন প্রয়োজনীয় অসিয়ত থাকলে সে যেন তা দ্রুত লিখে নেয়, তার উপর আবর্তিত মানুষের সকল অধিকার যেন সে দ্রুত আদায় করে এবং বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করে।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৪১৯)

২ (তিরমিযী, হাদীস ৩৫৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৩৬ ইব্নু 'হিব্বান, হাদীস ২৯৮০)

৪. হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া:

বর্তমান যুগে হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। কে কখন মারা যাবে তা নিশ্চিত বলা যায় না। এ দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার অতি উন্নতির দরুন এ মৃত্যুর হার আর কোন জায়গায়ই থামছে না। দৈনন্দিন চোখের পলকেই এ বিশ্বে আজ শত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কালিমা পড়ে মৃত্যু বরণ করাও আজ কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় একজন বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। সর্বদা যিকির ও ইস্তিগ্ফার করা।

গুনাহ্'র পর ইস্তিগ্ফার:

গুনাহ্কে ভয় পাওয়া একজন ঈমানদারের সঠিক পরিচয়।

বিশিষ্ট সাহাবী ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

انَّ الْـمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا

"নিশ্চয়ই একজন মু'মিন তার গুনাহ্গুলোকে এমনভাবে দেখে যে, সে যেন এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছে। আর সে ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি তার উপর ভেঙ্গে পড়ে নাকি। আর একজন অপরাধী ও পাপী ব্যক্তি তার গুনাহ্গুলোকে এমনভাবে দেখে যে, তার নাকে যেন একটি মাছি বসেছে। আর সে হাত দিয়ে তা তাড়িয়ে দিলো"।[১]

'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

الْـمُؤْمِنُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْـخَوْفُ لِقُوَّةِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْإِيْمَانِ فَلَا يَأْمَنُ مِنَ الْعُقُوْبَةِ بِسَبَبِهَا، وَهَـذَا شَأْنُ الْـمُسْلِمِ: إِنَّـهُ دَائِـمُ الْـخَوْفِ وَالْـمُرَاقَبَةِ يَسْتَصْغِرُ عَمَلَـهُ الصَّالِحَ وَيَخْشَى مِنْ صَغِيْرِ عَمَلِهِ السَّيِّئِ

"একজন মু'মিনের পরিচয় হচ্ছে সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে। কারণ, তার কাছে রয়েছে এক শক্তিশালী ঈমান। অতএব সে এ শক্তিশালী ঈমানের দরুন নিজকে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাববে না। তেমনিভাবে এটি একজন মোসলমানের স্বভাবও হওয়া

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৮)

উচিত যে, সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে এবং তাঁকে তার সামনেই দেখতে পাবে। সে নিজ নেক আমলকে অতি সামান্যই মনে করবে এবং নিজের একটি ছোট পাপের কাজকেও সে অধিক ভয় পাবে"।

ইমাম মুহিউদ্দিন ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

اِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَةَ الْـمُؤْمِنِ لِشِدَّةِ خَوْفِهِ مِنَ اللهِ وَمِنْ عُقُوْبَتِهِ، لِأَنَّهُ عَلَى يَقِيْنٍ مِنَ الذَّنْبِ وَلَيْسَ عَلَى يَقِيْنٍ مِنَ الْـمَغْفِرَةِ

"গুনাহ্‌কে ভয় পাওয়া একজন মু'মিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর শাস্তিকে অত্যধিক ভয় পায়। সে গুনাহ্ করেছে নিশ্চিত। তবে ক্ষমার ব্যাপারে নিশ্চিত নয়"।[১]

হাসান বাস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

يَا ابْنَ آدَمَ! تَرْكُ الْـخَطِيْئَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ مُعَالَجَةِ التَّوْبَةِ: مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ تَكُوْنَ أَصَبْتَ كَبِيْرَةً أُغْلِقَ دُوْنَهَا بَابُ التَّوْبَةِ؟ ... الْـمُؤْمِنُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَأَشَدُّ النَّاسِ وَجَلًا ؛ فَلَوْ أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ مَالٍ مَا أَمِنَ دُوْنَ أَنْ يُعَايِنَ قُبُوْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزْدَادُ صَلَاحًا وَبِراًّ إِلَّا ازْدَادَ فَرَقًا، والْـمُنَافِقُ يَقُوْلُ: سَوَادُ النَّاسِ كَثِيْرٌ وَسَيُغْفَرُ لِيْ وَلَا بَأْسَ عَلَيَّ؛ فَيُسِيْءُ الْعَمَلَ وَيَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

"হে আদম সন্তান! গুনাহ্ পরিত্যাগ করা অতি সহজ তাওবার চাইতেও। কারণ, তুমি এ ব্যাপারে কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারো যে, তুমি কোন বড় গুনাহ্'র কাজ করে ফেললে তা থেকে তাওবাহ্ করার জন্য তোমাকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে। ... একজন মু'মিন হবে সবার চেয়ে বেশি নেক আমলকারী এবং সবার চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু। সে এক পাহাড় সমপরিমাণ সম্পদ আল্লাহ্'র পথে ব্যয় করেও কিয়ামতের দিন তা নিজ চোখে কবুল হয়েছে দেখা পর্যন্ত নিজকে নিরাপদ ভাবতে পারে না। তার নেক আমল যতই বাড়বে সে ততই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাবে। আর একজন মুনাফিক সে বলবে: আরে অনেক মানুষই তো গুনাহ্ করছে।

---

১ (ফাত্'হুল-বারী: ১১/১০৫)

অতএব তাদের সাথে আমাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমার কোন ভয় নেই। এ বলে সে আরো পাপ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর অমূলক দুরাশা পোষণ করবে"।[১]

হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

الْعَبْدُ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوْبُ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُ وَلَكِنْ لَا يَمْحُوْهُ مِنْ كِتَابِهِ دُوْنَ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ ثُمَّ بَكَى الْحَسَنُ بُكَاءً شَدِيْدًا وَقَالَ: وَلَوْ لَمْ نَبْكِ إِلَّا حَيَاءً مِنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ لَكَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَبْكِيَ

"বান্দাহ্ গুনাহ্ করে তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্ফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তা তার আমলনামা থেকে একেবারেই মুছে ফেলেননা। বরং তিনি কিয়ামতের দিন তা দেখবেন ও বান্দাহ্কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অতঃপর হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) খুব কাঁদলেন এবং বললেন: আমরা যদি শুধু সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর লজ্জায়ও কান্না করি তাও কান্না করা উচিত"।

বিলাল বিন্ সা'আদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

انَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَلَكِنْ لَا يَمْحُوْهَا مِنَ الصَّحِيْفَةِ حَتَّى يُوْقِفَ الْعَبْدَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَابَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্ ক্ষমা করেন। তবে তা বান্দাহ্'র আমলনামা থেকে একেবারেই মুছে ফেলেন না। যতক্ষণ না তিনি তা কিয়ামতের দিন বান্দাহ্কে জানাবেন। যদিও সে তাওবাহ্ করুক না কেন"।[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

انَّ اللهَ يُدْنِيْ الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُوْلُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ

---

১ (নুয্হাতুল-ফুযালা': ৪৫১)

২ (জামি'উল-'উলূমি ওয়াল-'হিকাম: ৪৮০)

هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِيْ الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাহ্কে কাছে টেনে এনে পর্দার আড়ালে নিয়ে বলবেন: তুমি কি এ গুনাহ্'র কথা স্মরণ করতে পারছো? তুমি কি এ গুনাহ্'র কথা স্মরণ করতে পারছো? তখন সে বলবে: হ্যাঁ। হে আমার প্রভু! এভাবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্'র সকল গুনাহ্'র স্বীকারোক্তি নিবেন এবং বান্দাহ্ও বুঝতে পারবে যে, সে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: আমি তোমার গুনাহ্গুলো দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি, তাই আজ সবগুলো ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে শুধু নেক আমলের আমলনামাটুকুই দেয়া হবে"।[১]

নিম্নের আয়াতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴾ [الزلزلة: ٨]

"আর কেউ অনু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে"। (যিল্যাল: ৮)

উক্ত আয়াতে বান্দাহ্ যে কিয়ামতের দিন তার সকল বদ্ আমল দেখতে পাবে তাই প্রমাণিত হয়। যদিও তা ক্ষমা করে দেয়া হোক না কেন।

অতএব কোন বান্দাহ্ যে কোন গুনাহ্ করে ফেললেই সে যেন অতি দ্রুত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অবশ্যই তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করে নেয়। তাওবার কাজটি সমাধা করতে কোন প্রকার দেরি করা তার জন্য কখনোই জায়িয নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ কিংবা নিজেদের প্রতি কোন ধরনের যুলুম করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চায়। মূলতঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া বান্দাহ্'র গুনাহ্ ক্ষমাকারী আর কেউই নেই। আর তারা জেনে শুনে নিজেদের পাপ কাজের পুনরাবৃত্তিও করে না"।

(আলি-'ইমরান: ১৩৫)

---

১ (বুখারী, হাদীস ২৪৪১ মুসলিম, হাদীস ৭১৯১)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾

"যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর কোন ধরনের যুলুম করে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাবে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে"। (নিসা': ১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾ [النساء: ١٠٦]

"আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু"। (নিসা': ১০৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্ যদি এতো বেশি হয় যে, তা আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপরও তুমি যদি আমার নিকট সে জন্য ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমার সকল গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেবো। আমি এ ব্যাপারে কাউকেই পরোয়া করবো না"।[১]

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: গুনাহ্'র পর দ্রুত তাওবাহ্ করা একজন মোসলমানের উপর ফরয। তাতে দেরি করা তার জন্য কোনভাবেই জায়িয নয়। কেউ এতে দেরি করলে সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। আর সে জন্য তাকে গুনাহ্'র তাওবাহ্'র পাশাপাশি তাওবাহ্ দেরি করার জন্যও তাওবাহ্ করতে হবে। অনেক তাওবাহ্কারী উক্ত ব্যাপারটি আদৌ জানে না। বরং সে মনে করে, যে কোন গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ যে কোন সময় করে নিলেই হয়। উক্ত কাজটি দেরি করার জন্য তাকে আর কোন তাওবাহ্ করতে হবে না ; অথচ তাকে এ দেরির জন্যও তাওবাহ্ করতে হবে। তবে কেউ যদি ব্যাপকভাবে তার জানা-অজানা সকল গুনাহ্'র জন্য সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবাহ্ করে নেয়, তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। আর এমনটি করা সবারই কর্তব্য। কারণ, একজন

---

১ (তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪০)

মানুষের জানা গুনাহ্'র চাইতে তার অজানা গুনাহ্ অনেক বেশি। আর এ কথা সবার জেনে রাখা উচিত যে, মূর্খতা কাউকে গুনাহ্'র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না; যদি ব্যাপারটি জেনে নেয়া তার জন্য সম্ভবপর হয়ে থাকে। কারণ, এ পর্যায়ে সে না জানা ও আমল না করা উভয়টির জন্যই গুনাহ্‌গার। সুতরাং তার গুনাহ্ গুনাহ্ জানা মানুষের গুনাহ্'র চাইতেও মারাত্মক।

মা'ক্বিল বিন্ ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গেলে তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا أَبَا بَكْرٍ! الشِّرْكُ فِيْكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"হে আবু বকর! শির্‌ক তোমাদের মাঝে পিপীলিকার চলন চাইতেও অধিক অস্পষ্ট। আবু বকর বললেন: (শির্‌ক এতো অস্পষ্ট হবে কেন?) শির্‌ক হচ্ছে, এক আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন মা'বূদকে দাঁড় করানো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সত্যিই শির্‌ক তোমাদের মাঝে পিপিলিকার চলন চাইতেও অধিক অস্পষ্ট। আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাতলে দেবো না যা বললে ছোট-বড় সকল শির্‌ক তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে। তুমি বলবে: হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জেনে শুনে কোন ধরনের শরীক করা থেকে। আরো আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আমার সকল না জানা শির্‌ক ও গুনাহ্ থেকে"।[১]

উক্ত দো'আয় নিজে জানেনা অথচ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এমন সকল গুনাহ্ থেকেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে।

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত দো'আ সর্বদা পড়তেন:

---

১ (আল-আদাবুল-মুফ্‌রাদ্, হাদীস ৭১৬)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল ভুল-ভ্রান্তি, যে কোন ধরনের হঠকারিতা আর যে সকল গুনাহ্ একান্ত আপনিই ভালো জানেন, তা সবই ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার ঠাট্টার ছলে করা ও বাস্তবে করা, ইচ্ছাকৃত করা ও অনিচ্ছাকৃত করা সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। এর সবই তো আমি করেছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার আগের ও পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনিই তো যে কাউকে সামনে অগ্রসরকারী ও পশ্চাতে যেতে বাধ্যকারী। আর আপনিই তো সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল"।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা সিজ্‌দাহ্‌রত অবস্থায় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। ছোট-বড়, শুরুর-শেষের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবগুলোই"।[২]

অতএব, উক্ত ব্যাপকতা তাওবাহ্'র ক্ষেত্রে জানা-অজানা সকল গুনাহ্‌কেই শামিল করে।[৩]

১ (আল-আদাবুল-মুফ্‌রাদ্, হাদীস ৬৮৮, ৬৮৯)

২ (মুসলিম, হাদীস ১১১২ আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৮)

৩ (মাদারিজুস-সালিকীন: ১/২৭২-২৭৩)

ইস্তিগ্ফারের ফলাফল

ইস্তিগ্ফারের মাঝে নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রচুর লাভ ও চরম সফলতা। যার কিয়দংশই আমরা জানি। যা নিম্নরূপ:

১. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়:

ইস্তিগ্ফার গুনাহ্গুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয়, যেমনিভাবে জ্বালিয়ে দেয় আগুন কোন কাঠের টুকরোকে। এখানে আমরা ইস্তিগ্ফার বলতে তাওবাহ্ সম্বলিত ইস্তিগ্ফারকেই বুঝাচ্ছি। যাতে পাওয়া যাবে তাওবাহ্'র সকল শর্ত। আর তখনই সকল গুনাহ্ ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾

"যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর কোন ধরনের যুলুম করে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাবে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে"। (নিসা': ১১০)

আবু যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ

"হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই তোমরা দিন-রাত গুনাহ্ করে যাচ্ছো। আর আমি হচ্ছি তোমাদের গুনাহ্গুলোর একান্ত ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো"।[১]

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্ যদি এতো

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৭৪৯)

বেশি হয় যে, তা আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপরও তুমি যদি আমার নিকট সে জন্য ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমার সকল গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেবো। আমি এ ব্যাপারে কাউকেই পরোয়া করবোনা”।[১]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

“যে ব্যক্তি বললো: ...اسْتَغْفِرُ اللهَ ” যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি।” তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও সে একদা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।[২]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলেন:

اذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِيْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِيْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ

“জনৈক বান্দাহ্ একদা গুনাহ্ করে বললো: হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্টি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: আমার বান্দাহ্ গুনাহ্ করে জানতে পেরেছে তার একজন প্রভু রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ মাফও

১ (তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪০)

২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৭ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৭ 'হাকিম, হাদীস ২৫৫০ ত্বাবারানী, হাদীস ৪৫৩৭ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ৩০০৬৩)

করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সে জন্য কাউকে পাকড়াও করতে পারেন। এরপর সে আবারো গুনাহ্ করে বললো: হে আমার প্রভু! আপনি আমার গুনাহ্টি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: আমার বান্দাহ্ গুনাহ্ করে জানতে পেরেছে তার একজন প্রভু রয়েছেন যিনি গুনাহ্ মাফও করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সে জন্য কাউকে পাকড়াও করতে পারেন। এরপর সে আবারো গুনাহ্ করে বললো: হে আমার প্রভু! আপনি আমার গুনাহ্টি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: আমার বান্দাহ্ গুনাহ্ করে জানতে পেরেছে তার একজন প্রভু রয়েছেন যিনি গুনাহ্ মাফও করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সে জন্য কাউকে পাকড়াও করতে পারেন। তুমি যা ইচ্ছে তাই করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি”।[১]

২. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে ব্যাপক ও বিশেষ উভয় প্রকার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়:

আল্লাহ্ তা'আলা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে মানব জাতির উপর থেকে তাঁর কঠিন শাস্তি উঠিয়ে নেন। যা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত গুনাহ্'র কারণে তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

“তুমি (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না, যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে”। (আন্ফাল : ৩৩)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ لَنَا أَمَانَانِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَهَبَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ كَوْنُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْنَا، وَبَقِيَ الْاِسْتِغْفَارُ مَعَنَا، فَإِنْ ذَهَبَ هَلَكْنَا

“একদা আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'টি মাধ্যম ছিলো। যার একটি চলে গিয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর দ্বিতীয়টি এখনো আমাদের নিকট উপস্থিত রয়েছে।

১ (মুসলিম, হাদীস ৭১৬২ নাসায়ী, হাদীস ১০১৮৫ আহ্মাদ্, হাদীস ৭৯৩৫ বায্যার, হাদীস ৮০৯৮ ইব্নু 'হিব্বান, হাদীস ৬২২)

যা চলে গেলে আমরা একদা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবো"।[১]

'আল্লামাহ্ শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতের দু'টো দিক নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। তার একটি হচ্ছে আযাব প্রতিহতকারী ইস্তিগ্ফার। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইস্তিগ্ফারের দরুন প্রতিহত আযাব।

১. শাস্তি প্রতিহতকারী ইস্তিগ্ফার:

আমরা জানি যে, আযাব আসে গুনাহ্'র কারণে। আর ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে গুনাহ্গুলো মাফ হয়ে যায়। তখন শাস্তি ও সকল বিপদাপদ এমনিতেই উঠে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ① أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ ② وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ﴾

"আলিফ, লাম, রা; এটি এমন একটি গ্রন্থ যার আয়াতগুলো সুদৃঢ়। অতঃপর তা সবিস্তারে ব্যাখ্যাকৃত মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। যা এ কথা শিক্ষা দেয় যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করো না। আমি নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষ থেকে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা রাসূল। আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট অনুশোচনাভরে ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন। আর যদি তোমরা উক্ত কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের উপর বড় এক কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি"। (হূদ : ১-৩)

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (عليه السلام) সম্পর্কে বলেন: তিনি একদা নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ⑩ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ⑪ وَيُمۡدِدۡكُم

১ (আহ্মাদ, হাদীস ১৯৫২৪)

بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴾ [نوح : ١٠-١٢]

“তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা”। (নূহ : ১০-১২)

আল্লাহ্ তা'আলা হূদ (عليه السلام) সম্পর্কে বলেন: তিনি নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢]

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। এরপর আবারো তোমরা অপরাধী হতে যেওনা”। (হূদ : ৫২)

উক্ত আয়াতগুলোতে বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করলে তিনি যে তাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিবেন, তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন, তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিবেন, তাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে এবং তাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ যাতে প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে বান্দাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিবেন, তখন তিনি আর তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে বরং প্রচুর অনুগ্রহে ধন্য করবেন। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

বান্দাহ্'র গুনাহ্'র কারণেই তো তার উপর মাঝে মাঝে কিছু না কিছু বিপদাপদ নেমে আসে। তবে এর অনেকগুলোই আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কোন শাস্তি ছাড়াই ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴾

“তোমাদের উপর যে কোন বিপদাপদই অবতীর্ণ হোক না কেন তা বস্তুতঃ তোমাদেরই কর্মফল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক

অপরাধই ক্ষমা করে দেন”। (শূরা: ৩০)

তিনি আরো বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْۖ وَلَقَدۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]

“তোমাদের মধ্য থেকে যারা উহুদের যুদ্ধ চলাকালিন দু’ দল পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার দিন পালিয়ে গিয়েছিলো, তাদের কোন না কোন অতীত কার্যকলাপের দরুনই শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো। তবে আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’আলা ক্ষমাশীল ও অতি সহনশীল”। (আলি ’ইমরান: ১৫৫)

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

﴿ أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]

“কি ব্যাপার! তোমাদের উপর যখন (উহুদের যুদ্ধে) বিপদ এসেছে তখন তোমরা বললে: এটা কিভাবে হলো? অথচ তোমরা ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধে এর দ্বিগুণ মানুষকে হত্যা করেছিলে। (হে নবী) তুমি বলে দাও, এটা তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’আলা সকল বিষয়েই ক্ষমতাশীল”। (আলি ’ইমরান: ১৬৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةٗ فَرِحُواْ بِهَاۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ إِذَا هُمۡ يَقۡنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]

“আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা খুশি হয়। আর যখন তাদের কর্মফল স্বরূপ তাদের উপর কোন দুর্দশা এসে যায়, তখন তারা কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ে”। (রূম: ৩৬)

তিনি আরো বলেন:

﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ﴾ [النساء: ٧٩]

"তোমার কোন কল্যাণ হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আর কোন অকল্যাণ হলে তা হয় শুধু নিজের কারণে। আমি তোমাকে মানুষের জন্য রাসূল হিসেবেই পাঠিয়েছি। আর এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।" (নিসা': ৭৯)

২. ইস্তিগ্ফারের দরুন প্রতিহত শাস্তি:

উক্ত শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং মানুষের পক্ষ থেকেও। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে তা ব্যাপক রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পক্ষ থেকে আসা শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩]

"স্মরণ করো সে সময়কার কথা যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের গোষ্ঠী থেকে মুক্তি দিয়েছি। যারা একদা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ও নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যাতনা দিতো। এটা ছিলো মূলতঃ তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা"। (বাক্বারাহ্: ৪৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٤]

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দিবেন, লাঞ্ছিত করবেন ও তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। উপরন্তু মু'মিনদের মন ঠাণ্ডা করবেন"।

(তাওবাহ্: ১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم

مُّتَرَبِّصُونَ ﴾ [التوبة: ٥٢]

“(হে নবী!) তুমি বলে দাও, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যা দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো তা দু’টি কল্যাণকর বস্তুর একটি মাত্র। (শাহাদাত কিংবা বিজয়)। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যা দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তা হলো, আল্লাহ্ তা’আলা অচিরেই তোমাদেরকে নিজ হাতেই শাস্তি দিবেন নতুবা আমাদের হাতে। কাজেই তোমরাও অপেক্ষায় থাকো। আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম”। (তাওবাহ্: ৫২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্ তা’আলার দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোন রূপ দয়ামায়া যেন তোমাদেরকে এতটুকুও প্রভাবিত না করে যদি তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা’আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে থাকো। এমনকি মু’মিনদের একদল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে”। (নূর: ২)

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]

“যদি তারা বিবাহিতা হয় (মু’মিনা দাসী) এরপরও ব্যভিচার করে বসে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন মহিলাদের অর্ধেক”। (নিসা’: ২৫)

তেমনিভাবে বিলাল ও তাঁর মতো কিছু সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) কে আল্লাহ্ তা’আলার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত লোক বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এ জাতীয় সাতজন সাহাবাকে নিজ পয়সায় খরিদ করে তাদেরকে স্বাধীন করে দেন।

অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরকেও এক ধরনের শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

"সফর এক ধরনের শাস্তি স্বরূপ। কারণ, সফর যে কাউকে সময়মতো খাদ্য, পানীয় এবং ঘুম থেকে বঞ্চিত করে। তাই তোমাদের একান্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোমরা অতি তাড়াতাড়ি নিজ পরিবারের নিকট ফিরে এসো"।[১]

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥]

"(হে নবী!) তুমি বলো: তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের উপর বা নিচ থেকে আযাব দিতে সক্ষম। তেমনিভাবে তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে এক দল কর্তৃক অন্য দলকে সংঘাত-সংঘর্ষ ও হিংসা হানাহানির স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন"। (আন্'আম: ৬৫)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযিল হলো قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ তখন তিনি বললেন: أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ। যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি। যখন নাযিল হলো أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ তখন তিনি বললেন: أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি। যখন নাযিল হলো أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ তখন তিনি বললেন: هَاتَانِ أَهْوَنُ অর্থাৎ এ দু'টো সহজ।[২]

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, দলে দলে বিভক্ত হওয়া এবং এক দল কর্তৃক অন্য দলকে সংঘাত-সংঘর্ষ ও হিংসা হানাহানির স্বাদ আস্বাদন করানোর ব্যাপারটি তুলনামূলক সহজ। কারণ, এ জাতীয়

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯ মুসলিম, হাদীস ১৯২৭, ৫০৭০ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ২৮৮২ আহ্‌মাদ, হাদীস ৭২২৪ বায্‌যার, হাদীস ৮৯৬১ নাসায়ী, হাদীস ৮৭৩৩ বায়হাক্বী, হাদীস ১০৬৬১)

২ (বুখারী, হাদীস ৪৬২৮, ৭৩১৩, ৭৪০৬)

শাস্তি ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে প্রতিহত হওয়া সম্ভব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥]

"তোমরা সতর্ক থাকো সে শাস্তির ব্যাপারে যা শুধু তোমাদের মধ্যকার যালিমদেরকেই গ্রাস করবে না; বরং তোমাদেরকেও গ্রাস করবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা"।

(আন্ফাল: ২৫)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত ফিতনাও ইস্তিগ্ফার এবং নেক আমলের মাধ্যমে প্রতিহত হওয়া সম্ভব।

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: ٣٩]

"তোমরা যদি যুদ্ধ করতে বের না হও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের জায়গায় অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। এ দিকে তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়েই মহাশক্তিমান"। (তাওবাহ্: ৩৯)

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি দু' ধরনেরই হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং মানুষের পক্ষ থেকে। কারণ, মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে দেন। আর তখন তাদের মাঝে শুধু ফিতনাই বিরাজ করে। ঠিক এরই বিপরীতে যখন মানুষ আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করে তখন তিনি তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। আর তখন যত বিপদই আসুক না কেন, তা কেবল তাদের শত্রুর উপরই আসবে। তেমনিভাবে মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে এক দল কর্তৃক অন্য দলকে সংঘাত-সংঘর্ষ ও হিংসা হানাহানির স্বাদ আস্বাদন করান।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴾

"পরকালের বড় শাস্তির আগেই আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার লঘু

শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো, যেন তারা (অনুশোচনা করে কৃত অপরাধ থেকে) ফিরে আসে"। (সাজ্দাহ্: ২১)

উক্ত আয়াতে দুনিয়ার লঘু শাস্তি বলতে মানুষের হাতে দেয়া শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুশ্রিকদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহাবাগণ কর্তৃক শাস্তি দিয়েছেন।

৩. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইস্তিগ্ফারকারীকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দুনিয়ার কিছু সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিয়ে থাকেন:

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে একজন ইস্তিগ্ফারকারীকে দুনিয়ার বুকে এক অভূতপূর্ব পবিত্র জীবন যাপনের সুযোগ করে দেন। যাতে থাকবে যথেষ্ট শান্তি ও নিরাপত্তা। সমূহ কল্যাণ ও সফলতা। অলৌকিক মনতুষ্টি ও মানসিক স্থিরতা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود: ٣]

"আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট অনুশোচনাভরে ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন"। (হূদ : ৩)

ইস্তিগ্ফারের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজ গুনাহ্'র সবিনয় স্বীকৃতি। যা নবীগণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। উপরন্তু তা মুত্তাকীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ কিংবা নিজেদের প্রতি কোন ধরনের যুলুম করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চায়। মূলতঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া বান্দাহ্'র গুনাহ্ ক্ষমাকারী আর কেউই নেই। আর তারা জেনে শুনে

নিজেদের পাপ কাজের পুনরাবৃত্তিও করে না”।

(আলি-’ইমরান: ১৩৫)

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡمُنفِقِينَ وَٱلۡمُسۡتَغۡفِرِينَ بِٱلۡأَسۡحَارِ ﴿١٧﴾ ﴾[ال عمران: ١٦ – ١٧].

“যারা এ বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আল্লাহ্’র অনুগত, তাঁর পথে ব্যয়কারী ও শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী”। (আলি-’ইমরান: ১৬-১৭)

সায়্যিদুল-ইস্তিগ্ফারকে সায়্যিদুল-ইস্তিগ্ফার বলার কারণ এটাই যে, তাতে রয়েছে মূলতঃ আল্লাহ্ তা’আলার নিকট একান্তভাবে বান্দাহ্’র গুনাহ্’র স্বীকৃতি। পাশাপাশি তাতে এ কথারও কঠিন বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া বান্দাহ্’র গুনাহ্ আর কেউই ক্ষমা করতে পারে না। আর এ স্বীকারোক্তিটুকুই মূলতঃ বান্দাহ্কে আল্লাহ্ তা’আলার নিকট সত্যিকারের সম্মানী বানিয়ে দেয়।

মানব জীবন থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো-বা ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বুঝে আসবে। আর তা হলো, দুনিয়ার আইনের দৃষ্টিতে একজন কঠিন অপরাধী সে যতোই মানব চক্ষু থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন, ততোই তার মধ্যে অস্থিরতা বাড়তেই থাকবে। সর্বদা সে মনের মাঝে এক ধরনের কঠিন সংকীর্ণতাই অনুভব করবে। আর যখন সে মানব চক্ষু থেকে লুকিয়ে না থেকে প্রশাসনের নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করবে, তখন সে মনের মাঝে এক ধরনের প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করবে। মনে হবে, তার মাথা থেকে এক বিরাট বোঝা সরিয়ে দেয়া হলো। তেমনিভাবে একজন বান্দাহ্ যখন আল্লাহ্ তা’আলার নিকট নিজ গুনাহ্’র কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ তা’আলা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে বান্দাহ্’র গুনাহ্ ক্ষমা করার এমনকি তা সাওয়াবে রূপান্তরিত করার ওয়াদা করেছেন, তখন সে নিজের মনের মাঝে এক ধরনের প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করবে। তখন তার জীবন যাপন হবে এক অনন্য শান্তিময় ও নিরাপদ।

৪. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে:

নূহ (ﷺ) একদা নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ﴾ [نوح : ١٠-١٢]

"তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা"। (নূহ : ১০-১২)

৫. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে ইস্তিগ্ফারকারীর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রচুর সমৃদ্ধি নেমে আসে। যা পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে তার কোন ধন-সম্পদ ও সন্তান না থাকলে তা নতুন করে আসবে। আর থাকলে তাতে প্রচুর সমৃদ্ধি আসবে।

একদা হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বলা হলো: এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এখন আমাদের কি করণীয়? তিনি বললেন: ইস্তিগ্ফার করো। আরেকজন বললো: আমি দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। তাই এখন আমার কি করণীয়? তিনি বললেন: ইস্তিগ্ফার করো। আরেকজন বললো: অনাবৃষ্টির কারণে আমার বাগানটি শুকিয়ে গেছে। তাই এখন আমার কি করণীয়? তিনি বললেন: ইস্তিগ্ফার করো। আরেকজন বললো: আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তাই এখন আমার কি করণীয়? তিনি বললেন: ইস্তিগ্ফার করো। অতঃপর তিনি দলীল স্বরূপ পূর্বের আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।

৬. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে শরীর ও মনের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা হূদ (ﷺ) সম্পর্কে বলেন: তিনি নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর

বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। এরপর আবারো তোমরা অপরাধী হতে যেওনা"। (হূদ : ৫২)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সাল্ফে সালিহীন ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে এমন অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন যা একজন গাফিল বান্দাহ্ কখনো করতে সক্ষম হয়নি।

৭. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে একজন ইস্তিগ্ফারকারীর জন্য যে কোন নেকের কাজ সহজ ও যে কোন গুনাহ্'র কাজ কঠিন হয়ে যায়:

একটি গুনাহ্'র কাজ যেমন আরেকটি গুনাহ্'র কাজকে আহ্বান করে তেমনিভাবে একটি নেকের কাজ আরেকটি নেকের কাজকে আহ্বান করে। অতএব, যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগ্ফার করে তার জন্য অন্যান্য ইবাদাত ও যিকির সহজ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নিজ গুনাহ্'র কথা স্মরণ করে ইস্তিগ্ফার করে তার মধ্যে নেক আমলের প্রতি প্রচুর আগ্রহ জন্ম নেয়।

৮. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে শয়তান দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সে আর দীর্ঘক্ষণ কুমন্ত্রণা দিতে শক্তি পায় না:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

انَّ أَحَدَكُمْ لَيُنْضِيْ شَيَاطِيْنَهُ كَمَا يُنْضِيْ أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ

"তোমাদের কেউ কেউ শয়তানকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয় যেমনিভাবে সে দুর্বল করে দেয় তার উটকে"।[১]

আর এ দুর্বল করাটা কিন্তু ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৯. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়:

শাদ্দাদ বিন্ আউস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ

---

১ (আহ্মাদ, হাদীস ৮৯২৭)

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، مَنْ قَالَ مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"সায়্যিদুল ইস্তিগ্ফার হচ্ছে, বান্দাহ্ এভাবে বলবে যে, اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ... যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি দিনের বেলায় পড়েই সে সন্ধ্যার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি রাতের বেলায় পড়েই সে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সেও জান্নাতী"।[১]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ فَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

"হে আমার মহিলা সাহাবারা! তোমরা সাদাকা ও বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করো। কারণ, আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামী দেখতে পেয়েছি"।[২]

উক্ত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবাগণকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাদাকা ও বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অতএব এ ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমেই একজন বান্দাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২)

২ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০০৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর বিন্ আব্দুল আজীজ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি যেন তিনি একটি বাগানে অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে বাগান থেকে কয়েকটি আপেল দিলেন। আমি এর ব্যাখ্যা ধরে নিয়েছি যে, আমার কয়েকটি সন্তান হবে। ইতিমধ্যে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি আপনার আমলনামায় কোন আমলটি শ্রেষ্ঠ পেয়েছেন? তিনি বললেন: ইস্তিগ্ফার হে আমার আদরের ছেলে![1]

১০. যারা সর্বদা ইস্তিগ্ফার করেন তাদের গুনাহ্ সবচাইতে কম:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ বুস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

"সে ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে সত্যিই চমৎকার একটি সুসংবাদ যে কিয়ামতের দিন নিজ আমলনামায় খুব বেশি ইস্তিগ্ফার দেখতে পেয়েছে"।[2]

বকর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

انَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ذُنُوْبًا أَقَلُّهُمْ اسْتِغْفَارًا، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِغْفَارًا أَقَلُّهُمْ ذُنُوْبًا

"মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশি গুনাহ্গার, সে ব্যক্তি যে খুব কমই ইস্তিগ্ফার করেছে। আর তাদের মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশি ইস্তিগ্ফার করেন, তিনিই সব চাইতে কম গুনাহ্গার"।

জনৈক সাল্ফে সালিহীনকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার ধার্মিকতা কেমন? তিনি বললেন:

امَزِّقُهُ بِالْمَعَاصِيْ وَأَرْقَعُهُ بِالْاِسْتِغْفَارِ

"আমি আমার ধার্মিকতাকে একবার গুনাহ্'র মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন করে ফেলি। আবার তা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে জোড়া দিই"।

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি একদা শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কেউ কেউ

---

১ (ইব্নুল-ক্বায়্যিম/ ইগাসাতুল-লাহ্ফান: ১/২২)

২ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১৮ বায্যার, হাদীস ৩৫০৮)

এ ব্যাপারে জানতে চায় যে, একজন বান্দাহ্'র জন্য লাভজনক কি? তাস্বীহ্ না ইস্তিগ্ফার। তিনি এর উত্তরে বললেন: পোষাক-পরিচ্ছদ যখন পরিষ্কার থাকে, তখন আতর ও গোলাপের পানি তার জন্য বেশি লাভজনক। আর যখন কাপড় ময়লাযুক্ত থাকে তখন সাবান ও পরিষ্কার পানি তার জন্য বেশি লাভজনক।[১]

১১. ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে একজন ইস্তিগ্ফারকারী অতি একান্তভাবেই ভয় ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়:

কারণ, সে বুঝে একজন বান্দাহ্'র উপর আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার কতটুকু? সে জানে, তাকে অবশ্যই যথাসাধ্য আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত ও তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। সে এটাও জানে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার সঠিকভাবে আদায় করছে না। যার ফলে তার অন্তরাত্মা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হয়। সর্বদা সে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্তের মুখাপেক্ষী হয়। এতে করে তার অন্তরাত্মা প্রচুর শান্তি পায় এবং তার অন্তর খুশিতে ভরে যায়।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

"সে ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে সত্যিই চমৎকার একটি সুসংবাদ যে কিয়ামতের দিন নিজ আমলনামায় খুব বেশি ইস্তিগ্ফার দেখতে পেয়েছে"।[২]

'আল্লামাহ্ ইব্নু রজব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "গত আমলের উপর নিজের হিসাব নেয়া, সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট লজ্জিত হওয়া, উপরন্তু তাঁর নিকট তাওবাহ্ ও দুঃখ বোধ করা এবং সে জন্য নিজকে ঘৃণা করা ও আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কান্না করা, আকাশ ও যমিনে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত ক্ষমতা, আখিরাত ও পরকাল এবং তাতে থাকা কঠিন শাস্তি ও অকল্পনীয় পুরস্কার নিয়ে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করা অন্তরের ঈমান উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেয়। উপরন্তু তা থেকে উদ্ভূত হয় অন্তরের অনেকগুলো আমল যেমন: আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আশা, ভয় ও ভালোবাসা এবং তাঁর

---

১ (ইব্নুল-ক্বায়্যিম/আল-ওয়াবিলুস-সায়্যিব: ১২৪)

২ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১৮ বায্যার, হাদীস ৩৫০৮)

উপর দৃঢ় আস্থা ও তাওয়াক্কুল ইত্যাদি যা অনেকগুলো শারীরিক ইবাদাতের চাইতেও উত্তম। যা সা'ঈদ্ বিন্ মুসায়্যিব, 'হাসান বাস্‌রী, 'উমর বিন্ আব্দুল আজীজ ও ইমাম আহ্‌মাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত।

কা'ব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কান্না করা আমার নিকট অনেক প্রিয় আল্লাহ্ তা'আলার পথে আমার ওজন সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করার চাইতেও।[১]

১২. ইস্তিগ্‌ফারের কারণে ইস্তিগ্‌ফারকারীর অন্তর গুনাহ্'র কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পায়:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

انَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ

"নিশ্চয়ই বান্দাহ্ যখন কোন গুনাহ্ করে ফেলে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। আর যখন সে গুনাহ্‌টি ছেড়ে তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্‌ফার করে নেয়, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়"।[২]

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইস্তিগ্‌ফারের মাঝে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের অনেকগুলো ফায়েদা রয়েছে। এমনকি মানব জাতির দুনিয়ার সার্বিক জীবনেও এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক সুপ্রভাব রয়েছে।

শাইখুল-ইসলাম 'আল্লামাহ্ ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

انَّهُ لَيَقِفُ خَاطِرِيْ فِيْ الْـمَسْأَلَةِ وَالشَّيْءِ أَوِ الْـحَالَةِ الَّتِيْ تُشْكِلُ عَلَيَّ، فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى أَلْفَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ حَتَّى يَنْشَرِحَ الصَّدْرُ وَيَنْحَلَّ إِشْكَالُ مَا أَشْكَلَ، وَأَكُوْنُ إِذْ ذَاكَ فِيْ السُّوْقِ أَوِ الْـمَسْجِدِ أَوِ الدَّرْبِ أَوِ الْـمَدْرَسَةِ لَا يَمْنَعُنِيْ ذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ إِلَى أَنْ أَنَالَ مَطْلُوْبِيْ

১ (জামি'উল-'উলূমি ওয়াল-'হিকাম: ৬৬৫)

২ (আহ্‌মাদ, হাদীস ৭৮৯২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩৪ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৪৪)

"যখন কোন মুশ্কিল ব্যাপার, মাস্আলাহ্ ও পরিস্থিতিতে আমার অন্তর স্থির হয়ে যায়। আর সামনে চলে না। তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক হাজারবার কিংবা তার চেয়ে কম ও বেশি ইস্তিগ্ফার করি যতক্ষণ না ব্যাপারটা আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং মুশ্কিলটা আসান হয়ে যায়। তখন হয়তো-বা আমি বাজারে, মসজিদে, রাস্তায় কিংবা মাদরাসায় আছি তবুও তা আমাকে যিকির ও ইস্তিগ্ফার থেকে দূরে রাখতে পারেনা যতক্ষণ না আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়"।[১]

এ ছাড়াও ইস্তিগ্ফারের আরো অনেক ফায়েদা ও ফলাফল রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

আখিরাতের ফায়েদাকেই বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবেঃ

কেউ কেউ ইস্তিগ্ফারের দুনিয়ার লাভ দেখতে পেলে বহুত খুশি হয়। সে মনে করে এটাই তার একমাত্র পাওনা। সে আখিরাতকে একেবারেই ভুলে যায়। এটি হচ্ছে একটু ভালোকে সর্বাধিক ভালোর উপর প্রাধান্য দেয়া। তা কিন্তু ঠিক নয়। এমন লোক ইস্তিগ্ফারের দুনিয়ার কোন লাভ দেখতে না পেলে মনে করে ইস্তিগ্ফার করে তার কোন লাভই হয়নি। সবই বেফায়েদা। এটি মূর্খতার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে একটি কুধারণা। বরং মনে করতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া-না দেয়ার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য রয়েছে যা আমরা এখন এ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিনা। একজন মুসলিম ও মু'মিন হিসেবে সবাইকে আখিরাতের ভালো-মন্দকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْـَٔاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ ﴾

"যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার নগদ লাভই কামনা করবে আমি তাকে

---

১ (আল-'উকূদুদ্দুর্রিয়্যাহ্ঃ ১/২২)

দুনিয়াতেই যাকে যা দেয়ার ইচ্ছা তাকে তা দিয়ে দেবো। অবশেষে তার জন্য জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখবো, যাতে সে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়ে জ্বলতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে একান্ত মু'মিন হিসেবে তার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এদের প্রচেষ্টাই হবে সাদরে গৃহীত। তোমার প্রভুর দান থেকে আমি এদেরকে ওদেরকে তথা সকলকেই সাহায্য করে থাকি। তোমার প্রভুর দান তো কখনোই বন্ধ হওয়ার নয়। তুমি লক্ষ্য করো, আমি তাদের কিছু লোকেকে অন্য কিছুর উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তবে আখিরাত তো নিশ্চয়ই সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা ও সর্বোত্তম দানের জায়গা"। (ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল: ১৮-২১)

এভাবেই যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (عليه السلام) কে দুনিয়ার জীবনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি সাথে সাথে মু'মিদেরকে আখিরাতের সর্বোত্তম প্রতিদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٥٦ وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝٥٧ ﴾

"এভাবে আমি ইউসুফকে যমিনে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে যমিনের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করতে পারতো। এভাবেই আমি যাকে ইচ্ছা, তাকেই দয়া করে থাকি। তবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করি না। তবে মনে রাখবে, আখিরাতের প্রতিদান মু'মিন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই সর্বোত্তম"। (ইউসুফ: ৫৬-৫৭)

যে যে কারণে ছোট গুনাহ্‌ও বড় গুনাহ্‌'র রূপ ধারণ করে

কেউ কেউ আবার এমনো রয়েছে যে, সে কোন ছোট গুনাহ্‌ করে ফেললে তা থেকে ইস্তিগ্‌ফার করার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। বস্তুতঃ তার এ কথা জানা উচিত যে, ছোট গুনাহ্‌ সর্বদা ছোট থাকেনা। বরং তা যে কোন কারণে বড় গুনাহ্‌'র রূপ ধারণ করে।

'আল্লামাহ্‌ ইব্‌নু 'কুদামাহ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে ছোট গুনাহ্‌ বড় গুনাহ্‌'র রূপ ধারণ করে:

১. কোন ছোট গুনাহ্ সর্বদা করতে থাকা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ

"বার বার করতে থাকলে ছোট গুনাহ্ আর ছোট থাকে না। তেমনিভাবে ইস্তিগ্ফার করলে বড় গুনাহ্ আর বড় থাকে না"।

এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, কোন কবীরা গুনাহ্ হঠাৎ করে ফেলার পর তা যদি আর দ্বিতীয়বার করা না হয়, তাহলে তা ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সে ছোট গুনাহ্'র চেয়ে যা বার বার করা হয়। যেমন: বিন্দু বিন্দু পানি লাগাতার কোন পাথরের উপর পড়তে থাকলে তা একদা তাতে কোন না কোন দাগ সৃষ্টি করে। আর যদি সবগুলো বিন্দু কোন পাত্রে একত্রিত করে একবারেই সে পাথরের উপর ঢেলে দেয়া হয় তাতে কোন ধরনের দাগই সৃষ্টি হবে না। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

احَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে যা সর্বদা করা হয় যদিও তা অতি সামান্যটুকুই হোক না কেন"।[১]

২. যে কোন গুনাহ্কে ছোট মনে করা:

কোন গুনাহ্কে বান্দাহ্ যখন অতি বড় মনে করে তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছোট হয়ে যায়। আর কোন গুনাহ্কে বান্দাহ্ যখন অতি ছোট মনে করে, তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বড় হয়ে যায়। কেউ কোন গুনাহ্কে অত্যধিক ঘৃণা করলে এবং সে গুনাহ্'র প্রতি তার প্রচুর বিদ্বেষ জন্মিলেই সে একদা উহাকে বড় মনে করবে; নতুবা নয়। এ জন্যই বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

انَّ الْـمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا

"নিশ্চয়ই একজন মু'মিন তার গুনাহ্গুলোকে এমনভাবে দেখে যে, সে

১ (মুসলিম, হাদীস ১৮৬৪)

যেন এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছে। আর সে ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি তার উপর ভেঙ্গে পড়ে নাকি। আর একজন অপরাধী ও পাপী ব্যক্তি তার গুনাহ্‌গুলোকে এমনভাবে দেখে যে, তার নাকে যেন একটি মাছি বসেছে। আর সে হাত দিয়ে তা তাড়িয়ে দিলো”।[১]

একজন মু’মিনের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা’আলার মহত্ব সর্বদা বিরাজমান বলেই সে যে কোন গুনাহ্‌কে বড় মনে করে। কারণ, সে এ কথা ভাবে যে, আমি যাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছি, সে তো অতি মহান।

আনাস্‌ (রাযিয়াল্লাহ্‌ তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

اَنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْـمُوْبِقَاتِ

“তোমরা এমন কিছু আমল করছো যা তোমাদের দৃষ্টিতে এক খণ্ড কেশের চাইতেও আরো গুরুত্বহীন; যা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নিশ্চিত কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ বলে মনে করতাম”।[২]

বিলাল বিন্‌ সা’দ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন:

لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْـخَطِيْئَةِ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ

“তুমি কোন গুনাহ্‌কে ছোট বলে তার দিকে দৃষ্টি দিও না। বরং তুমি দেখো কোন মহান সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করছো”।

৩. কোন ছোট গুনাহ্‌ করতে পেরে খুশি হওয়া এবং তা অন্যের কাছে দাপটের সাথে বলে বেড়ানো:

যেমন: এ কথা বলা যে, দেখেছো, আমি কিভাবে ওর ইয্‌যত হনন করেছি। ওর বদনাম করে কিভাবে ওকে লাঞ্ছিত করেছি। অথবা কোন ব্যবসায়ীর এমন বলা যে, দেখেছো, কিভাবে আমি নিকৃষ্ট পণ্যটি মার্কেটে সাপলাই দিয়েছি। মানুষগুলোকে বোকা বানিয়েছি। ধোঁকা দিয়েছি। অথচ কেউ টের পায়নি। এ জাতীয় কথায় ছোট গুনাহ্‌ বড় হয়ে যায়।

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৮)

২ (বুখারী, হাদীস ৬১২৭)

৪. আল্লাহ্ তা'আলা কারোর ব্যাপারে ধৈর্যশীল হয়ে তার দোষগুলো লুকিয়ে রেখে তাকে তাওবাহ্ করার জন্য কিছু সময় দেয়া হলে তার প্রতি তার কোন ধরনের ভ্রূক্ষেপ না করা। উপরন্তু তার এমন মনে না করা যে, হয়তোবা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে তার এক ধরনের অসহযোগিতা করে তাকে আরো বেশি গুনাহ্ করার সুযোগ করে দিলেন।

৫. লুকায়িতভাবে কোন গুনাহ্ করে পুনরায় তা মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বলে বেড়ানো:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كُلُّ امَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْـمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْـمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

"আমার সকল উম্মতই ক্ষমার যোগ্য। তবে প্রকাশ্য অপরাধীরা নয়। আর প্রকাশ্য অপরাধের মধ্যে এটাও যে, জনৈক ব্যক্তি রাত্রি বেলায় কোন অপরাধ করলো। আর আল্লাহ্ তা'আলা তা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলেন; অথচ সে সকাল বেলায় নিজ পরিচিত কাউকে বললো: হে আমুক! আমি গত রাত এমন এমন অপরাধ করেছি; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার রাত্রি বেলার অপরাধটুকু মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পর্দাটুকু তার উপর থেকে সরিয়ে দিলো তথা নিজ অপরাধটুকু প্রকাশ করে দিলো"।[১]

৬. গুনাহ্গার যদি অনুসরণীয় আলিম হন। তাহলে তার ছোট গুনাহ্টিও জানাজানির পর বড় হয়ে যায়:

যেমন: কোন অনুসরণীয় আলিমের সিল্কের কাপড় পরা। কোন ধরনের নসীহত ছাড়াই যালিমদের সাথে উঠাবসা করা। মানুষের ইয্যত নিয়ে কথা

১ (বুখারী, হাদীস ৫৭২১ মুসলিম, হাদীস ২৯৯০

বলা। শুধু দুনিয়ার সম্মানের জন্য কোন ধরনের বিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। যেমন: ’ইলমুল্-জাদাল তথা তর্ক বিদ্যা। কারণ, সাধারণরা বিশিষ্ট আলিমগণের যে কোন কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করে থাকে। তাহলে এমন হবে যে, তার গুনাহ্গুলোরও অনুসরণ করা হবে। একদা সে মরে গেলেও তার গুনাহ্’র সমূহ অনিষ্ট দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বিরাজমান থাকবে। উক্ত বিবেচনায় এর চাইতেও সে ব্যক্তি অতি ভাগ্যবান যে মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার গুনাহ্গুলোও মরে যায় তথা তার কোন ধরনের অনুসরণ করা হয় না। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন খারাপ অভ্যাস চালু করে গেলো তাতে তার গুনাহ্ তো অবশ্যই হবে। এর পাশাপাশি তার মৃত্যুর পর যারা এর অনুসরণ করবে তাদের গুনাহ্ও তাকে বহন করতে হবে। তবে পরবর্তীতেদের গুনাহ্ এতটুকুও কমানো হবে না”।[১]

গুনাহ্’র পরিণতি গুনাহ্’র চেয়েও আরো মারাত্মক:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: হে গুনাহ্গার! তুমি তোমার খারাপ পরিণতির ব্যাপারে নিজকে কখনো নিরাপদ ভেবো না। কারণ, গুনাহ্’র পরিণতি গুনাহ্’র চেয়েও মারাত্মক। তুমি যে গুনাহ্’র সময় ডান-বাঁয়ের লেখক ফিরিশ্তাদ্বয়কে লজ্জা করোনি তা গুনাহ্’র চেয়েও মারাত্মক। তুমি যে গুনাহ্ করে হাসলে; অথচ তুমি জানো না আল্লাহ্ তা’আলা তোমার সাথে কি আচরণ করবেন তা গুনাহ্’র চেয়েও মারাত্মক। তুমি যে গুনাহ্ করতে পেরে খুব খুশি হলে, তা গুনাহ্’র চেয়েও মারাত্মক। তুমি যে গুনাহ্ না করতে পেরে খুব মন খারাপ করলে, তা গুনাহ্’র চেয়েও মারাত্মক। বেগবান বাতাস যখন গুনাহ্’র সময় তোমার দরোজার পর্দাটুকু সরিয়ে দিলে তুমি মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাও; অথচ আল্লাহ্ তা’আলা যে তোমার দিকে দেখে আছেন তাতে তুমি ভয় পাচ্ছো না, তা

১ (মুসলিম, হাদীস ২৩৯৮)

গুনাহ্'র চেয়েও মারাত্মক।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের সকল গুনাহ্ ও হঠকারিতা ক্ষমা করে দেন তাই আমাদের একান্ত আশা।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا

সমাপ্ত

১ (হিলয়াতুল-আউলিয়া: ১/৩২৪ যাম্মুল-হাওয়া: ১/১৮১)

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।